CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

CMYK

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-284 ■ 24 July, 2025 ■ আগরতলা ২৪ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ৭ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই।। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ২২শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি S.O.৩৩৫৪(E)-এর মাধ্যমে জগদীপ ধনখড়ের উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন ভারতের সংবিধানের ৩২৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালিত হয় ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রপতি ও উপররাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন এবং ১৯৭৪ সালের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিধিমালা অনুযায়ী।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ২০২৫-এর জন্য প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নির্বাচকমণ্ডলী প্রস্তুত করা, যেখানে লোকসভা ও রাজ্যসভার নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়া, অতীতের সকল উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তথ্য-ভিত্তিক পটভূমি উপাদান প্রস্তুত ও প্রচারের কাজও শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করা হবে। কমিশন আরও জানিয়েছে, নির্বাচন যেন সংবিধানসম্মত, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

জনজাতি বধূর রহস্য মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। রহস্যজনকভাবে এক জনজাতি গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় সাব্রুমের বেতাগা এডিসি ভিলেজে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার ভাইয়ের দাবি, তাঁকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সাব্রুমের বেতাগা এডিসি ভিলেজের সমিতা ত্রিপুরা নামে এক গৃহবধূকে প্রথমে কিছু খেয়ে অসুস্থ হয়েছে বলে মনু হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন পরিবারের লোকজন। সেখান থেকে দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে শান্তির বাজার স্থানান্তর করা হয়। রাস্তায় তার অবস্থা আরো অবনতি হলে কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃ*ত বলে ঘোষণা দেয়। রাত তিনটা নাগাদ মৃতদেহ বেতাগা সৎকারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু মৃত গৃহবধূর ভাইরা খবর পেয়ে রাতেই বেতাগাতে এলে দেখে, তাদের বোনের শরীরে বিশেষ করে পিঠে ও কানে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। তখন মৃতার ভাইরা সৎকারে বাঁধা দেয়। সাথে সাথে সাব্রুম থানায় খবর দিলে পুলিশ মৃতদেহ সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। মৃতার ভাই দয়া প্রসন ত্রিপুরার দাবি, তাঁর বোনকে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে উপলব্ধ চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগগুলি গ্রহণের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। সরকারিভাবে চিকিৎসা পরিষেবার সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে রাজ্যে। সুপার স্পেশালিটি পরিষেবাও চালু রয়েছে। সফলভাবে তিন জনের কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যে উপলব্ধ চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগগুলি গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সাহায্য প্রত্যাশীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ৪৯তম পর্বে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে সমস্যা পীড়িত মানুষের সাথে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি কথা বলেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাহায্য প্রত্যাশীগণের চিকিৎসা, কর্মসংস্থান সহ নানাবিধ সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুনেন এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেন। আগরতলার উজান অভয়নগরের মতিলাল দেববর্মা তার অসুস্থ ছেলের চিকিৎসার জন্য সহায়তার আর্জি জানান। মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথে শ্রীদেববর্মার ছেলের চিকিৎসায় সহায়তার পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তর এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তাকে আর্থিক সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেন। বিলোনীয়ার রাঙ্গামুড়ার জয়ন্তী পাল (দাস) হৃদরোগে আক্রান্ত তার স্বামীর চিকিৎসায় সাহায্য চাইলে মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ জিবি

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিশিষ্ট নাট্যকার রতন থিয়াম প্রয়াত

ইম্ফল, ২৩ জুলাই ।। *ভারতের প্রখ্যাত নাট্যকার, নাট্য নির্দেশক এবং থিয়েটার জগতের অন্যতম পথিকৃত রতন থিয়াম আজ বুধবার ভোররাতে মণিপুরের ইম্ফলে অবস্থিত রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস -এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে।*

রতন থিয়ামের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মণিপুরসহ সমগ্র ভারতবর্ষের শিল্প-সংস্কৃতি মহল। মণিপুর সরকার ২০২৫ সালে তাঁকে রাজ্যের সর্বোচ্চ সংস্কৃতি সম্মান লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে সম্মানিত করেছিল। এই সম্মানের অন্তর্ভুক্ত ছিল একটি মানপত্র, একটি উত্তরীয়

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশ রুখতে রাজ্যেও ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন করা হবে, জানিয়েছে কমিশন ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। বিহারের মতো গোটা দেশে এবং ত্রিপুরাতেও অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন(এসআইআর) করা হবে বলে জানিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। আজ দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের পর এমনটাই জানিয়েছেন তিপ্রা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

বিহারের মতো ত্রিপুরাতেও অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন করতে হবে। এই দাবিতে আজ ভারতের নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল তিপ্রা মথা। এদিনের বৈঠকে দলের তরফে উপস্থিত ছিলেন দলের প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ, মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, বৃষকেতু দেববর্মা, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

এদিনের বৈঠক শেষে প্রদ্যোত কিশোর বলেন, মূলত বিহারের মতো ত্রিপুরাতেও অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন করার দাবি জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, যেভাবে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই দিনটি আর বেশি দূর নয় যখন বেঁচে থাকার জন্য ত্রিপুরার প্রকৃত নাগরিকদের সংঘর্ষ করতে হবে। অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি দেশের জন্য, তথা রাজ্যের জন্য একটি বিপদ। এর বিরুদ্ধে এখনই রুখে না দাঁড়ালে ভবিষ্যতে আরো খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। তাই অবিলম্বে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে ভারতে নির্বাচন কমিশনের কাছে।

এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেছেন, বিহারের মতো গোটা দেশেই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে বিশেষ নিবিড় সংশোধন করা হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরাতেও একইভাবে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে বিশেষ নিবিড় সংশোধন করা হবে বলে নির্বাচন কমিশনের তরফে আজ জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

তিনি আরো বলেন, তিপ্রা মথা একটি

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রামঠাকুর কলেজের ভর্তি কেলেঙ্কারির অভিযোগ, তদন্তের নির্দেশ উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। রামঠাকুর কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি কেলেঙ্কারি অভিযোগ উঠেছে। এবিষয়টি নজরে আসতেই তদন্তকারী কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী কিশোর বর্মণ। আজ এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, মন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শনে গিয়েছেন তিনি। এদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং যাবতীয় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন। পাশাপাশি এদিন ছাত্র ছাত্রীদের সাথেও কথা বললেন। তাঁর কথায়, মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর একটি পর্য্যালোচনা বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের উচ্চ শিক্ষা দফতরের অধীন যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রয়েছে সেগুলো পরিদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা চিহ্নিত করে দ্রুততার সহিত সমস্যা সমাধান করা হবে।

তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কিভাবে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা যায় সেই বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, আগামীদিনে এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়কে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সড়ক সহ বিভিন্ন বিষয়ে শাহ ও গড়করির সঙ্গে বিপ্লবের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করির সাথে সাক্ষাৎ করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিন তাঁদের মধ্যে রাজ্যে চলমান বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি ও পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি, এদিন তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এদিন সামাজিক মাধ্যমে সাংসদ বিপ্লব বলেন, ত্রিপুরায় অধিক বৃষ্টির ফলে আগামীদিনের ওই অঞ্চলে টেকসই নির্মাণের পরিকল্পনা এবং যে নির্মাণের গুনগত মান নিয়ে সংশয় রয়েছে সেই কাজ গুলির জন্য উচ্চ পর্য্যায়ের অধিকারীকদের একটি পর্য্যবেক্ষক টীম গঠন করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। ওই কাজগুলোর ত্রুটি চিহ্নিত করে, প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি, এদিন গোমতী এবং মুহুরী নদীর উপরে আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ করা, আগরতলা- সাব্রুম এপ্রোচ রোডের কাজ চলতি বছরের নভেম্বর মাসের মধ্যে দ্রুত সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া, চলমান ১১ টি কাজের বর্তমান অবস্থা ও গুনগত মান বজায় রেখে দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি এদিন তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের সাথে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন বিষয়ে ফলপ্রসু আলোচনা করেন।

৫ দিন ধরে বিদ্যুৎহীন কুলুবাড়ি প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৩ জুলাই ।। বিদ্যুৎ মূল্য বৃদ্ধি ও স্মার্ট মিটার নিয়ে যখন সাধারন মানুষ ক্ষুব্ধ, তখনই পাঁচ দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই সোনামুড়া কুলুবাড়ি এলাকায়।

প্রতিবাদে আজ বিকেলে সোনামুড়া-বক্সনগর সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘ পাঁচ দিন ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। শেষ পর্য্যন্ত তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ বিদ্যুৎ চলে আসবে। কিন্তু বিকেল পাঁচটা বেজে গেলেও বিদ্যুৎ আসার কোন লক্ষণ লক্ষ্য করতে না পেরে রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছেন স্থানীয়রা। রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয়রা বলেন, পাঁচ দিন ধরে এই তীব্র গরমে বিদ্যুৎ নেই, পানীয় জল নেই। কিন্তু একাধিকবার অভিযোগ জানানোর পরেও বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে এদিন তারা রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছেন।

হিজাব বিতর্ক

উদয়পুর শিক্ষা দপ্তরে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ জুলাই।। হিজাব বিতর্কে উদয়পুর খিলপাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদয়পুর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শিক্ষা উপ- অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে আজ।

গত শুক্রবার ১৮ জুলাই উদয়পুর শহরতলী এলাকার মিশ্র বসতিপূর্ণ খিলপাড়া গ্রামে অবস্থিত খিলপাড়া উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে হঠাৎ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের হিজাব পরে আসার উপর স্কুল কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এখানে উল্লেখ থাকে যে প্রথমে ডিও ইনচার্জ পরবর্তী সময়ে গোমতী জেলা শিক্ষা অধিকারী অফিসের ওএসডি ঝুমা দেব গত ১০ জুলাই উদয়পুর খিলপাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন। অনেক তালবাহানা এবং চেষ্টা করেও বদলিরোধ করা সম্ভব হয়নি তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই উদয়পুর খিলপাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন।

ভারতের সর্বোচ্চ আদালত যেখানে হিজাব সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত দেয় নাই সেখানে খিলপাড়া স্কুল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে দীর্ঘদিন ধরে চলমান হিজাব পরে আসা প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কেন নিষেধাজ্ঞা জারি করেন- তা নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

আজ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গোমতী জেলা উপশিক্ষা অধিকর্তা বরাবর প্রাক্তন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সৌমিত্র বিশ্বাসের নেতৃত্বে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। জাতীয় কংগ্রেস অবিলম্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের উদ্যেশ্য এই অবৈধ নির্দেশের জন্য তদন্ত সাপেক্ষে প্রধান শিক্ষিকা ঝুমা দেবের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৩০টি ব্লক খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর ঃ রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। *রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, কৃষকদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে রাজ্যের মোট ৫৮টি ব্লকের মধ্যে ৩০টি ব্লক খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে বলে জানিয়েছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।*

বুধবার গোমতী জেলার রাইয়ারবাড়ি ও রোয়াবাড়ি এলাকায় তিনটি কর্মসূচিতে অংশ নেন মন্ত্রী। এর মধ্যে ছিল ফোটামাটি প্রাথমিক গ্রামীণ বাজারের উদ্বোধন, রাইয়ারবাড়িতে পাম অয়েল চাষ কর্মসূচি এবং রোয়াবাড়িতে "খাবাকসা" এফপিসির উদ্যোগে আদা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের উদ্বোধন। এই দিন মন্ত্রী নিজে কৃষকদের সঙ্গে জমিতে নেমে ধান রোপণ করেন, যা কৃষকদের উৎসাহ জোগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মন্ত্রী আজ উদয়পুর কিল্লা বিধানসভা এলাকার রাইয়াবাড়িতে কৃষকদের মধ্যে উন্নত মানের বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম বিতরণ করেন এবং একটি এফপিসি গ্রুপকে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ২৪ জুলাই, ২০২৫ ইং
৭ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ইস্তফা বিতর্ক

একদিকে যখন উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে জগদীপ ধনকড়ের আচমকা ইস্তফা দেওয়া নিয়া বিতর্ক চলিতেছে, তার মধ্যেই বুধবার নতুন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করিয়া দিল নির্বাচন কমিশন। ২৩ জুলাই, বুধবার এই বিষয়ে বিজ্ঞাপ্তি জারি হইয়াছে। সেখানে জানানো হইয়াছে, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হইয়াছে। এরপর নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হইবে। খুব শিগগির নির্বাচন হইবে বলিয়াই জানানো

হইয়াছে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, বর্তমানে 'ইলেক্টোরাল কলেজ' তৈরির কাজ চলিয়াছে। এখনও পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার চূড়ান্ত হয়নি। এই বিষয়েও কাজ চলিয়াছে। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অতীতের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তথ্যাবলী খতিয়ে দেখিতেছে কমিশন। উল্লেখ্য, উপরাষ্ট্রপতি পদে পাঁচ বছরের সময়কাল শেষ করেননি ধনকড়। দু'বছর আগেই পদ থেকে ইস্তফা দিয়াছেন তিনি। ধনকড়ের উত্তরসূরি অবশ্য পূর্ণ মেয়াদে অর্থাৎ কিনা পাঁচ বছরের জন্যই ওই পদে বসিবেন।এদিকে কে বসিবেন দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে, তাহা নিয়া জল্পনা শুরু হইয়াছে। তালিকায় উঠিয়া আসিয়াছে একাধিক নাম। দেশের সংবিধান অনুযায়ী, উপরাষ্ট্রপতি পদ ফাঁকা হইলে ৬ মাসের মধ্যে সরকারকে এই পদে নির্বাচন করাইতে হয়। নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যিনি ডেপুটি চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রহিয়াছেন তাঁহাকেই উপরাষ্ট্রপতি ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামাল দিতে হয়। ফলে নির্বাচন না হইলে আগামী ৬ মাস হরিবংশকেই সামলাইতে হইবে সব দায়িত্ব। যদিও তাহার আগেই পাকাপাকিভাবে উপরাষ্ট্রপতি পদে বসান

হইতে পারে নীতীশ ঘনিষ্ঠ এই জেডিইউ নেতাকে। রাজনৈতিক মহলের অনুমান, চলতি বছরের শেষেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে পাখির চোখ করিয়া বিহারকে খুশি করিতে নীতীশের প্রিয়পাত্র হরিবংশের ঝুলিতে যাইতে পারে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ।যদিও একা হরিবংশ নন, সম্ভাব্য তালিকায় রহিয়ায়ছে আরও একাধিক নাম। রাজনৈতিক শিবিরের জল্পনা রাজনাথ সিংকে দেওয়া হইতে পারে এই পদ। কারণ আরএসএসের তরফে ৭৫ বছরে অবসরের সময়সীমা বাধিয়া দেওয়ার পর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী মুখ হিসেবে রাজনাথ সিং-এর নাম উঠিয়া আসিতে শুরু করিয়াছে। তাই তাঁহাকে উপরাষ্ট্রপতি পদে বসাইয়া নরেন্দ্র মোদির পথের কাঁটা সরানো হইতে পারে। তালিকায় উঠিয়া আসিয়াছে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নামও। মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে তাঁহাকে সরাসরি উপরাষ্ট্রপতি পদে আনিয়া, বিহারে বিজেপির মুখ বসাইতে তৎপর গেরুয়া শিবির। সোশাল মিডিয়ায় এই আকাশ কুসুম জল্পনায় উঠিয়া আসিতেছে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের নামও। এই পদের জন্য তাঁহাকে অন্যতম যোগ্য হিসেবে মনে করা হইতেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বারবার মোদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে শশীকে। জল্পনা ছড়াইয়াছে হয়ত বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে খাতায় কলমে কংগ্রেস সাংসদ শশীকে এই পদে বসাইয়া গণতান্ত্রিক হিসেবে নিজেদের তুলিয়া ধরিতে বেনজির পদক্ষেপ নিতে পারে মোদির সরকার।

পারমাণবিক বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুতি

রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিবৃতি

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : পারমাণবিক এবং তেজস্ক্রিয় বিপর্যয় মোকাবিলায় দেশের প্রস্তুতি অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুসংগঠিত বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী নিত্যানন্দ রাই। রাজ্যসভায় এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ২০১৯ সালের ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী, দেশের প্রতিটি জেলার সমন্বিত জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পারমাণবিক জরুরি অবস্থায় করণীয় পদক্ষেপের পরিকল্পনা।

যকোনও পারমাণবিক বা তেজস্ক্রিয় সংক্রান্ত বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে অ্যাটমিক এনার্জি দপ্তর-কে নোডাল এজেন্সি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিএই তার নিজস্ব সঙ্কট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে।

এ ধরনের বিপর্যয়ে মূলত তিন ধরনের জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারেপ্ল্যান্ট এমার্জেন্সি, সাইট এমার্জেন্সি এবং অফ-সাইট এমার্জেন্সি। এর মধ্যে অফ-সাইট এমার্জেন্সি হলো একমাত্র পরিস্থিতি যেখানে পারমাণবিক স্থাপনা থেকে অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা রাসায়নিক বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং জনসাধারণকে সুরক্ষিত রাখতে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়।

প্রতিটি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর জন্য প্ল্যান্ট ও সাইট এমার্জেন্সির ক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি প্রিপারেডনেস এন্ড রেসপন্স পরিকল্পনা তৈরি করা বাধ্যতামূলক। এটি ছাড়া কোনও প্ল্যান্ট চালানোর লাইসেন্স দেওয়া হয় না।

অফ-সাইট ইপিআর পরিকল্পনা স্থানীয় জেলা প্রশাসন এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ-র মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়, যা এনপিপি ও এনডিএমএ-র নির্দেশনায় হয়। বর্তমানে অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ড নতুন এক্সারসাইজ পদ্ধতি উন্নয়ন করছে, যাতে জরুরি অবস্থায় আরও কার্যকর অনুশীলন সম্ভব হয়।

এনডিএমএ ইতিমধ্যেই দেশের ৫৬টি শহরের বিভিন্ন থানায় পারমাণবিক/তেজস্ক্রিয় উপাদান শনাক্ত করার জন্য তিন ধরনের যন্ত্র গো-নো-গো ইনস্ট্রুমেন্ট, ডোসিমিটার এবং সার্ভে মিটার বিতরণ করেছে। এছাড়া সাতটি নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের আশেপাশে রাসায়নিক, জৈবিক, রেডিওলজিক্যাল এবং নিউক্লিয়ার (সিবিআরএন) বিষয়ে একদিনের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু রয়েছে।

এয়ারপোর্ট ও সমুদ্রবন্দরে ৩৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫০০-রও বেশি কর্মীকে সিবিআরএন এমার্জেন্সি মোকাবিলায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক-এর অধীন 'হেলথ সেক্টর ডিসাস্টার প্রিপারেডনেস এন্ড রেসপন্স' প্রকল্প (২০২১-২০২৬) অনুযায়ী পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয় জরুরি পরিস্থিতির চিকিৎসার উপর চিকিৎসকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া হয়েছে। নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআইএল)-এর অধীনে ৭টি নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টে ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত দেশের ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৯৯১ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দিল্লি, মুম্বাই, হায়দরাবাদ ও চেন্নাই-সহ বেশ কিছু বড় শহরের হাসপাতালকে রেডিয়েশন ইমার্জেন্সি মেডিকেল নেটওয়ার্ক-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পারমাণবিক অঞ্চলের আশেপাশে চিকিৎসা পরিকাঠামো থাকলেও, বড় শহরগুলিতেও সেগুলি জোরদার করার চেষ্টা চলছে।

মন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানান, বর্তমানে এনডিএমএ, এনপিসিআইএল, ডিএই, ডিডিএমএ-এর সমন্বয়ে যেভাবে ইপিআর ও সিএমপি পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে, তা যথেষ্ট আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ও শক্তিশালী। তাই দক্ষিণ কোরিয়ার রেডিয়েশন ডিজাস্টার অ্যাক্ট-এর মতো কোনও নতুন আইন বা পরিকল্পনার প্রয়োজনে ভারতীয় পরিস্থিতিতে এখনই পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

ভারত সরকার পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয় দুর্যোগ মোকাবিলায় সুসংগঠিত পরিকল্পনা এবং প্রশিক্ষণমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। এনডিএমএ-এর নেতৃত্বে পুলিশ, স্বাস্থ্যকর্মী, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে একত্র করে একটি ব্যাপক ও কার্যকরী বিপর্যয় মোকাবিলা কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।

ছাই ঘেঁটে উঠে আসা কাগজের ফিনিক্সের গলায় শান্তির পদক

অর্চিস্মান ঘোষ

গত ১১ অক্টোবর নোবেল শান্তি পুরস্কার উপ ঘোষণা করা হল। জাপানের পারমাণবিক অস্ত্রবিরোধী সংস্থা নিহন ত হিদানকিওকে এবার বেছে নেওয়া হয়েছে। য় নোবেল কমিটির সুপারিশ জানাচ্ছে, এই নোবেল দেওয়ার কারণ "পারমাণবিকয় অস্ত্রবিহীন এক বিশ্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া যে, পারমাণবিক অস্ত্র আর কখনোই যাতে ব্যবহার ননা করা হয়।"

নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা কোনোদিনই ঘামাই না। তার সবথেকে বড়ো কারণ? নোবেল শান্তি পুরস্কার একটা অত্যন্ত রাজনৈতিক পুরস্কার। ফলে, "অরাজনৈতিক" হতে চাওয়া অনেকেই এবং স্বভাবতই এগুলো এড়িয়ে যাবেন।

কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে মাথা ঘামানো দরকার। - এবারের পুরস্কারটা নিয়ে অন্তত বিশেষ করে দরকার। কেন? বিগত বেশ কিছু বছরে, বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, আন্তর্জাতিক এর এজেন্সিগুলো কীভাবে বৃহৎ স্কেলে পুত্তলিকাবৎ হয়ে গিয়েছে।

জেসিপিওএ (জয়েন্ট কমপ্রিহেনসিভ প্ল্যানর অফ অ্যাকশন, বা ইরান নিউক্লিয়ার ডিল বলে স্ক যা সমধিক পরিচিত) থেকে ২০১৮-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে যাওয়া এবং ইরান ও তার মিত্র রাষ্ট্রের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো, বা আফগানিস্তান থেকে আচমকাই সৈন্য অপসারণ কোনো সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা না করে (ফলস্বরূপ দ্বিতীয় তালিবানি শাসন) আটকাতে রাষ্ট্রপুঞ্জের অক্ষমতা; মার্কিন-চিন ট্রেড ওয়ার এবং পারস্পরিক শুল্কের হার বাড়ানো (বাইডেনের প্রেসিডেন্সিতে চিন থেকে আমদানিকৃত - ইলেক্ট্রিক ভেহিকলের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়।) রোধ করতে ডাব্লুটিও (ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন)-র দৃষ্টান্তমূলক ব্যর্থতা; ২০২০ সালে কোভিড মহামারীকে আটকানো, একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান অফ অ্যাকশন এর এই ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কী ভূমিকা ছিল, সেটাও দেখা গিয়েছে। সেই ফাঁকে আবার ট্রাম্প হু (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন)-এর সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ২০১৫-তে ও ইউএনএফসিসিসি (ইউনাইটেড নেশনস পার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ)-র এর সিওপি (কনফারেন্স অফ পার্টিজ) ২০২১-এল হওয়া প্যারিস চুক্তির বর্তমান অবস্থা, বা ২০২০-তে ট্রাম্পের প্যারিস চুক্তি ত্যাগ করা (যদিও বাইডেন তাঁর নির্বাচনী ইস্তেহারে বলেছিলেন যে প্যারিস চুক্তিতে যোগ দেবেন, সেই কথা রাখেনও তিনি) থেকেও গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা ক্লাইমেট চেঞ্জ রোধ করতে এজেন্সির ব্যর্থতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। মজার ব্যাপার, বড়ো বড়ো "এমিটার" দেশগুলোর সেই আর্থিক ক্ষমতা রয়েছে, যা দিয়ে তারা বিপুল পরিমাণ কার্বন ক্রেডিট কিনে নিচ্ছে তুলনামূলকভাবে অনেক কম কার্বন ফুটপ্রিন্ট রাখা দেশের কাছ থেকে, বা তাদের আ দেশে নানা "গ্রিন" প্রজেক্টে কোটি কোটি ডলার চাই ঢেলে দিচ্ছে। নিজেদের এনডিসি (ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কনট্রিবিউশন) নিয়ে কেউই ভাবিত নয়।

এভাবে বলতে গেলে তালিকা ফুরোবে না। টেরর ফাইনান্সিং আটকাতে এফএটিএফ, আর্থিক কোটার পুনর্বিন্যাস আইএমএফ, তেলের কার্টেলাইজেশন নিয়ন্ত্রণ ভগ্ন করতে ওপেক, দক্ষিণ এশিয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশে সম্প্রীতির পরিস্থিতি তৈরি করতে সার্ক- সবাই কমবেশি ব্যর্থ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গ্লোবাল অর্ডারে এজেন্সির যে ভূমিকা ছিল, বা যে ভূমিকা এনভিসাজ করা হয়েছিল, তা বহুক্ষেত্রেই ধূলিসাৎ হয়েছে।

সবথেকে বেশি যে দুটো ঘটনা প্রভাব ফেলেছে, তা হল পৃথক পৃথক ফ্রন্টে চলতে থাকা যুদ্ধ। ডনেতস্ক অঞ্চলে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ, গাজা স্ট্রিপ বা লেবাননে চলতে থাকা ইজরায়েলি হানা- এই ন্যক্কারজনক ঘটনাগুলো সবাই মোটামুটি জানেন, তাই বলা নিষ্প্রয়োজন। এই দুটো ঘটনাতে আন্তর্জাতিক এজেন্সিগুলোর ব্যর্থতারীতিমতো চোখে পড়ার মতো। এই যুদ্ধগুলো, নির্বিচারে চলা গণহত্যা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, ১৯৪৫-পরবর্তী অবস্থা কিচ্ছুটি পাল্টায়নি। বরং, আগ্রাসী শক্তিগুলো নিজেদের নখদাঁতকে লুকোনোর নিতুই নব কৌশল শিখে নিয়েছে, শিখেছে মিডিয়া ম্যানিপুলেশনের নিত্যনতুন পদ্ধতি। আক্রমণের নয়া নয়া অপরিকল্পিত পদ্ধতি দেখছি আমরা। আমরা দেখছি, কীভাবে নিরীহ পেজার যন্ত্রে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গোটা লেবানন জুড়ে (দাবি, শুধুই নাকি "হিজবুল্লা"-দের লক্ষ্য করা হয়েছিল) প্যানিক সৃষ্টি করা যাচ্ছে- কোল্যাটারাল হিসেবে বেশ কিছু প্রাণও যাচ্ছে যদিও-বা। আন্তর্জাতিক সাপ্লাই-চেন ম্যানেজমেন্টে কী স্তরের অন্তর্ঘাত ঘটাতে পারলে এমনটা করা সম্ভব, বোঝা যাচ্ছে কি?

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত একটা বিশ্বের অ্যাবসার্ডিটি, যার পরতে পরতে মিশে আছে মহামারী-উত্তর কালেক্টিভ ট্রমা, আর্থিক সংকট, বেকারত্ব, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দৃপ্ত হুঙ্কার- সেই ঘোরতর সার্বিক অবসাদ আমাদের পাথর করে দিচ্ছে, সূক্ষ্ম তর অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। বাস্তবের পাথর-ঠেলা দুনিয়াকে ছাপিয়ে আমরা খোঁজ করছি এক ডিলিউশনাল দুনিয়ার। "ডেলুলুতেই সলুলু" গোছের জেন-জি ইয়ার্কির গভীরে নিহিত আছে মূলত এই এসকেপিজমই। কনফ্রন্ট করতে করতে আমরা ক্লান্ত, নিজেদের ঘাড়ে বোঝা টানতে টানতে আমরা হতাশ। তার জন্যই আমরা ঢুকতে চাইছি মেটাভার্সের ভার্চুয়াল রিয়ালিটির জগতে। অল্টারনেটিভ রিয়ালিটি চাই আমাদের। আমাদের চাই রিল-এর ৩০ সেকেন্ডের ডোপামিন বুস্টার।

এই ক্লান্তি, হতাশার মাঝখানে নিহন হিদানকিও-র নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া হৃত বিশ্বাসকে অন্তত আংশিক না হোক, ভগ্নাংশটুকু হলেও ফিরিয়ে দেওয়ার জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। সাধারণত, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও দেওয়া হয়নি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও না। শুধু ১৯১৭-তে রেড ক্রস পেয়েছিল, যুদ্ধে আহত বা যুদ্ধবন্দীদের সেবার জন্য। ১৯৪৪-এও ফের ওরাই পায়, যুদ্ধচলাকালীন মানবিকতা প্রদর্শনের কারণে। সেই রীতি মেনেই এবারেও অনেকেই ভেবেছিলেন, হয়তো নোবেল শান্তি পুরস্কার এবারে স্থগিত রাখা হবে। অথচ, সবাইকেঅবাক করেই এই পুরস্কার দেওয়া হয় এমন এক সংস্থাকে, যারা এক কথায় বলতে গেলে ফিনিক্স পাখি। ১৯৫৬ সালে এই সংস্থা তৈরি হয়। তৈরি করেন কারা? মার্কিন পরমাণু বোমার ফলআউট থেকে যাঁরা সারভাইভ করেছেন। হিরোশিমা-নাগাসাকি তো আছেই, তার সঙ্গে রয়েছে ১৯৫৪ সালের ১ মার্চ বিকিনি অ্যাটলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৫ মেগাটনের পরীক্ষামূলক হাইড্রোজেন-লিথিয়াম পারমাণবিক বিস্ফোরণ- যাকে "আদর" করে নাম দেওয়া হয় "কাসল ব্রাভো"। এই সারভাইভরদের জাপানি ভাষায় বলা হয় "হিবাকুশা"। সেই ১৯৫৬ সাল থেকে শুরু করে তাঁরা পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। জাপান সরকার, রাষ্ট্রপুঞ্জ, অন্যান্য নানা দেশের সরকারের কাছে আবেদন চালিয়ে গিয়েছেন তাঁরা, যাতে বিশ্বের কোথাও আর "হিবাকুশা" তৈরি না হয়। এমন এক যুদ্ধ পরিস্থিতি, যেখানে প্রতিটি বিবদমান দেশই পারমাণবিক অস্ত্রে বলীয়ান, একটা বোতাম টিপতে যাদের মুহূর্তমাত্র দেরি হবে না- সেখানে দাঁড়িয়ে এহেন এক আন্তর্জাতিক পুরস্কার কি কিছুটা হলেও আস্থা ফিরিয়ে আনে না, যেখানে গোলার বদলে গোলাপ ফুটবে একদিন? আরো একটা পরোক্ষ কারণের কথা এখানে বলা যায়। আগেই বলা, নোবেল শান্তি পুরস্কার অত্যন্ত রাজনৈতিক একটি পুরস্কার। এমন এমন রাষ্ট্রনায়কদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, যাঁদের পুরস্কার পাওয়া আদৌ উচিত কিনা, সেটা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তার মধ্যে যে দুজনের নাম খুবই আসে, তাঁরা দু'জনেই মার্কিন- একজন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার, অপরজন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা। ব্রিটিশ-মার্কিন লেখক-সাংবাদিক ক্রিস্টোফার হিচেনস তাঁর "দ্য ট্রায়াল অফ হেনরি কিসিঞ্জার" বইতে লিখছেন, কিসিঞ্জারের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ কী কী- ১। ইন্দোচিনের সিভিলিয়ানদের নির্বিচারে গণহত্যা। ২। বাংলাদেশে গণহত্যা এবং গুপ্তহত্যার জন্য ইচ্ছাকৃত গোপন আঁতাত। ৩। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চিলির এক বরিষ্ঠ সাংবিধানিক আধিকারিককে হত্যার পরিকলনা এবং তার জন্য উৎকোচ প্রদান করা। ৪। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যার পরিকল্পনার যোগসাজশে লিপ্ত থাকা। ৫। পূর্ব টিমোরে উস্কানি দিয়ে গণহত্যা ঘটানো। ৬। ওয়াশিংটন ডিসি-তে বসবাসকারী এক সাংবাদিককে অপহরণ ও হত্যার পরিকল্পনায় ব্যক্তিগতভাবে লিপ্ত থাকা। উপরোক্ত অভিযোগগুলোই তাঁর বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ নয়। এমনকী, এদের মধ্যে কিছু ঘটনার নির্মাণ প্রাথমিক অনুমানের উপরেই নির্ভরশীল, কারণ কিসিঞ্জার তথ্যপ্রমাণের সিংহভাগই লোপাট করে দিয়েছেন- যা বিচারে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ করার শামিল। গত বছর কিসিঞ্জার মারা যাওয়ার পরে মার্কিন সাংবাদিক স্পেন্সার অ্যাকারম্যান "রোলিং স্টোনস"-এ একটি আর্টিকলে লেখেন, কিসিঞ্জার যে প্রাচ্য প্রতিষ্ঠান থেকে উঠে এসেছিলেন, সেটাকে তছনছ করার মধ্যে দিয়ে নিজের অবস্থান অংশত বজায় রেখেছিলেন। তবে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অসূয়াবশত নয়। যাঁরা ভিয়েতনাম যুদ্ধকে সমর্থন করেও পরে সরে এসেছিলেন, তাদের "পরাজয়পরায়ণতা" এবং "নৈরাশ্য"-কে কিসিঞ্জার এবং নিক্সন উভয়েইঘৃণা করতেন।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এই কিসিঞ্জারকে ১৯৭৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়, যেটা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। বিশেষ করে এমন এক সময়ে, যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ একেবারে পুরোদমে চলছে। এই পুরস্কারকে কি আমরা "রাজনৈতিক" বলতে পারি না? আবার, কিসিঞ্জারের এক "তথাকথিত সমর্থক", প্রথম মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও নোবেল পান। সবাই জানি আমরা, ওবামার নিপাট ভদ্রলোক এক ইমেজ। বই পড়েন, লেখেন, পারিবারিক এক মানুষ- ১ বাবা, স্বামী, প্রেমিক হিসেবে যিনি আদর্শ। মানুষ হিসেবেও। তবে, কেন এই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি? ঠাণ্ডা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তথাকথিত "বোমারু" রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমরা বুশকেই। ধরে থাকি। ৯/১১ এর পরে বুশের ঘোষিত "গ্লোবাল ওয়ার অন টেরোরিজম", ইরাক যুদ্ধ, সাদ্দাম হুসেনের বাথিস্ট সরকারের পতন, "অপারেশন রেড ডন" চালিয়ে সাদ্দাম হুসেনকে ভূগর্ভস্থ বাঙ্কার থেকে বের করে আনা ও এক্সিকিউট করা- এসবই আমাদের জানা। কিন্তু, আমরা কিছু পরিসংখ্যান ভুলে যাই। কীরকম? ওবামা তাঁর দুটো প্রেসিডেন্সি মিলিয়ে মোট ৫৬৩টা ড্রোন স্ট্রাইক ঘটান মিডল-ইস্ট, পাকিস্তান মিলিয়ে। বুশ মাত্র ৫৭টা। ওবামার প্রেসিডেন্সির প্রথম বছরে তিনি শুধু পাকিস্তানেই ৫৪টি ড্রোন স্ট্রাইক করান, যাতে বহু, বহু সিভিলিয়ান হতাহত হন। শুধু দুটো বছরে পাকিস্তানেই ১৩০-এর উপর সিভিলিয়ান মারা যায় তাঁর বোমাবাজিতে। ২০১০-১১ সালে ইয়েমেনেও যথেচ্ছ বোমাবর্ষণ করেন তিনি। আফগানিস্তানেও। ডবল- ট্যাপ ড্রোন স্ট্রাইক যেখানে প্রথম স্ট্রাইকের বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার দ্বিতীয় স্ট্রাইক করা হয়, যাতে সিভিলিয়ান, স্বাস্থ্যকর্মী, উদ্ধারকর্মীরাও আহত হন- সেই বিবেকহীন আক্রমণেও ওবামা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ওবামা ২০০৯ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। কিসিঞ্জারের নোবেল পাওয়ার মতো তিক্ত প্রতিক্রিয়া না হলেও, ওবামার ক্ষেত্রেও নোবেল শান্তি পুরস্কারের ব্যাপারটা খুবই প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। আবার অত্যন্ত রাজনৈতিক একটি সিদ্ধান্ত, বোঝাই যাচ্ছে। সমরাপরাধের রক্ত যাঁদের হাতে রয়েছে, তাঁদের নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার মধ্যে যে ভাগ্যের ও সমকালের পরিহাস লুকিয়ে রয়েছে, তারই বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিহন হিদানকিও-র নোবেল পাওয়া। একদিকে প্রথম পরমাণু বোমার আঘাত হেনে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করা একটা দেশের এমন দুই রাষ্ট্রনায়ক, যাঁদের কীর্তিকলাপ লিখতে বসলে ফুরোবে না- আরেক দিকে এমন এক দেশ, যারা সেই প্রথম পরমাণু বোমার আঘাতে জরাজীর্ণ হয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছে। চেষ্টা করেছে, যাতে আর বিশ্বজুড়ে "হিবাকুশা" কোথাও না থাকে। এই বিপ্রতীপ সিদ্ধান্তের মধ্যে নিহিত রয়েছে যে ন্যাচারাল জাস্টিসের সম্ভাবনা, সেটা কি খুবই কষ্টকল্পিত। বিশেষ করে এমন এক সময়ে, আমরা সবাই যখন "জাস্টিস"-এর দাবিতে রাস্তায় নামছি? প্রসঙ্গত, নিহন হিদানকিও, যাঁরা ফিনিক্স পাখির মতো পারমাণবিক ফলআউটের ছাইয়ের থেকে ফের ডানা ঝাপটে ওড়বার শক্তি সঞ্চয় করেছেন, তাঁদের লোগো হচ্ছে একটা ওরিগামির পাখি।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

ডাক্তারবাবুকে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

বেলগাছিয়া থেকে দমদম । বাড়ি বাড়ি সাইকেল চালিয়ে ঘুরছেন এক ডাক্তার। মাথায় একটা টুপি আর সাইকেলে ঝোলানো ক্যামবিসের ব্যাগ। বেশিরভাগ রোগীই গরীব। পথ্য কেনারই পয়সা নেই আবার ডাক্তারের ফিস ! তাই রোগী দেখার সাথে সাথে প্রয়োজনে রোগীদের পথ্য কেনার পয়সাও দিচ্ছেন সেই ডাক্তারবাবু। শুনলে আশ্চর্য হবেন সেই ডাক্তারবাবু ততদিনে বিলেত ফেরৎ। ভাবতে অবাক লাগে আজ একজন এমবিবিএস ডাক্তারেরও যখন গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করায় অনীহা তখন বিলেতের ডিগ্রি নিয়েও এই ডাক্তার স্বেচ্ছায় অস্বাস্থ্যকর গ্রামকেই তাঁর কর্মস্থল বেছে নিয়েছিলেন।

মার্চ মাস, ১৮৯৯ সাল। প্লেগ তখন কলকাতায় মহামারীর আকার নিয়েছে। সেই সময়ে উত্তর কলকাতার অলিতে গলিতে ঘুরে রোগীদের সেবা করে চলেছেন এক আইরিশ মহিলা। জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক পদে নিয়োজিত এক ডাক্তারও রোগীদের বাঁচাতে উত্তর কলকাতা চষে ফেলছেন ঊ রোগ থেকে বাঁচার পরামর্শ দিচ্ছেন। পথ্য কিনতে অপারগ রোগীকে নিজেই অর্থ তুলে দিচ্ছেন।কিছুদিন পরে সেই বিদেশিনী ও চিকিৎসকের আলাপ হল। প্লেগের সংক্রমণ রুখতে ও মৃত্যুর হার কমাতে দু'জনে একজোট হয়ে কাজ করলেন তাঁরা। সেই আইরিশ মহিলা হলেন ভগিনী নিবেদিতা । আর সেই চিকিৎসক কে ছিলেন ? ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর । সংক্ষেপে আর.জি.কর । আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কথা আমরা সবাই প্রায় জানি । কলকাতার বুকে সেরা সরকারী হাসপাতালের মধ্যে এটি অন্যতম । কিন্তু আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কে ছিলেন আর.জি.কর, তাহলে অধিকাংশ বাঙালি লজ্জায় পড়বেনঊ অথচ আর.জি.কর অর্থাৎ ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর ছিলেন ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় চিকিৎসাশাস্ত্রের রেনেসাঁ পুরুষ। চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বাংলার মানুষের সুলভ্য করতে তিনি সারাটা জীবন লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন।

হাওড়া জেলার রামরাজাতলা স্টেশনে নেমে মিনিট পনেরোর পথ পেরোলেই পৌঁছনো যায় বেতড়ের বিখ্যাত কর বাড়িতে। রাধাগোবিন্দ করের জন্মভিটে। ১৮৫২ সালের ২৩ আগস্ট তাঁর জন্মদিবস ঊবাবা দুর্গাদাস কর ঢাকায় মিডফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।পড়াশোনায় অসম্ভব মেধাবী রাধাগোবিন্দ কর হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণের জন্য ১৮৮০ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন ঊ পড়াশোনার পাশাপাশি ছিল থিয়েটারের প্রতিও ছিল তাঁর মারাত্মক টান ঊ ১৮৮৩ সালে কলকাতা ছেড়ে স্কটল্যান্ডে পাড়ি দেন রাধাগোবিন্দ। ভর্তি হন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৮৮৭ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যার শ্রেষ্ঠ অলংকারে ভূষিত হলেন ঞ্চঊঞ্চ হয়ে। বন্ধু বান্ধব,আত্মীয়-স্বজন সকলেই বললেন তাঁকে ইংল্যান্ড-এ থেকে ডাক্তারি করার জন্য,এমন কি তাঁর শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপকবৃন্দও তাঁকে বললেন বিলেতেই থেকে যাওয়ার কথা। কিন্তু,না, তিনি ফিরে এলেন তাঁর জন্মভূমি, মাতৃভূমিতে এই বাংলায়। একজন বিলেত ফেরত ডাক্তার হয়ে তিনি দাঁড়ালেন এই বাংলার অসংখ্য, অসহায় গরীব মানুষদের পাশে। সেইসময় চিকিৎসাবিদ্যা পড়াশোনা হত ইউরোপীয় চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ঊ সমস্যায় পড়তেন সাধারণ পরিবার থেকে চিকিৎসাবিদ্যা পড়তে আসা বঙ্গসন্তানরা ঊ তৎকালীন সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে বাংলায় কোনও বই ছিল না। তাই ডাক্তারি পাশ করার আগেই বাংলা ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই লেখার কাজে হাত দেন।১৮৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম বই 'ভিষগবন্ধু'। অন্যান্য বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যহল 'সংক্ষিপ্ত শারীরতত্ত্ব', 'রোগী পরিচর্য্যা', 'ভিষক সুহৃদ', 'প্লেগ', 'স্ত্রীরোগের চিত্রাবলী ও সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব', 'সংক্ষিপ্ত শিশু ও বাল চিকিৎসা', 'সংক্ষিপ্ত ভৈষজতত্ত্ব', 'কর সংহিতা' ও 'কবিরাজ ডাক্তার সংবাদ' ইত্যাদি। সব ক'টি বই লেখা হয়েছিল বাংলায়। ইংরেজি জানা ডাক্তারি ক্লাসের ছাত্ররাও তাঁর বই পড়তেন। শুধুমাত্র চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই লিখে যে বাংলার রোগীদের সমস্যার সমাধান নয়, তা অনুধাবন করেছিলেন রাধাগোবিন্দ। তাই ডাক্তার কর মনস্থির করলেন, এদেশের মানুষের জন্যে একটি হাসপাতাল তৈরী করবেন। কিন্তু টাকা কোথায়?

ঠিক করলেন, ভিক্ষা করবেন,নিজের সব কিছু বিক্রি করে দেবেন। যেমন ভাবা,তেমন কাজ। কলকাতার বড়লোক,ধনীদের কাছ থেকে ভিক্ষা করতে শুরু করলেন। কলকাতায় তখনকার দিনের বড়লোকদের বাড়িতে কোন আনন্দ অনুষ্ঠান হলে বা তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ডাক্তার কর সেই বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন,আর অভ্যাগত আমন্ত্রিতরা এলে ভিক্ষা চাইতেন 'অনুরোধ, কিছু টাকা পয়সা যদি সাহায্য করেন, খুব উপকার হয়, সবার জন্য একটা হাসপাতাল তৈরি করতে পারি'। সবাই দেখছেন, একজন বিলেত ফেরত MRCP ডাক্তার মানুষের জন্য হাসপাতাল করার জন্যে ভিক্ষা চাইছেন।

পরিচিতরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে,'স্যার,ডাক্তারবাবু, আপনি!' শ্রদ্ধায় তারা তাদের সাধ্যমতো সহযোগিতা করেন,আবার কেউ কেউ মুখ বেঁকিয়ে,পাশ কাটিয়ে চলেও যায় । শত অপমান সহ্য করেও নিরহঙ্কার মানুষটি হাসপাতাল তৈরির স্বপ্ন সার্থক করার জন্য নির্দ্বিধায় অর্থ সাহায্য চাইতেন। শুধু তাই নয়, চিকিৎসক হিসেবে অর্জিত অর্থের সমস্তটাই দান করে গিয়েছেন মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপনে।

এইভাবেই ভিক্ষা করে,নিজের যাবতীয় সব বিক্রি করে ২৫ হাজার টাকায় বেলগাছিয়ায় ১২ বিঘে জমি কিনে নেন ডাক্তার কর । এরপর ৭০ হাজার ব্যয়ে সেখানেই গড়ে উঠল হাসপাতাল। শয্যাসংখ্যা ৩০। ঠিকানা, ১ নম্বর বেলগাছিয়া রোড। হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে ১৮ হাজার টাকা দান করেন স্বয়ং প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টর। তাই হাসপাতালের নাম রাখা হয় 'অ্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল'। ১৯০৪ সালে রাধাগোবিন্দের উদ্যোগের সঙ্গে মিশে যায় কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস অব বেঙ্গল। তারও ১০ বছর পর মেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন। আত্মপ্রকাশ করে বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ। কিন্তু সেই নাম বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯১৬ সালের ৫ জুলাই মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন করেন লর্ড কারমাইকেল। তাঁর সম্মানে বদলে যায় নাম। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হিসেবেই পরিচিত ছিল এই চিকিৎসা শিক্ষাকেন্দ্রটি। ১৯৪৮ সালে তীব্র আর্থিক সঙ্কটের সময় ফের নাম বদলের দাবি ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় অবশ্য তা হতে দেননি। তাঁর উদ্যোগেই ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের নামেই কলেজের নাম রাখা হয়।

রোগীকে যাতে চড়া দাম দিয়ে বিদেশি ওষুধ কিনতে না হয়, সে দিকেও ছিল তাঁর কড়া নজর । আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী 'লাইফ অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্সেস অব আ বেঙ্গল কেমিস্ট' থেকে জানা যায়, দেশের প্রথম ফামার্সিউটিক্যাল সংস্থা তৈরির সময়ে দেশীয় পদ্ধতিতে ওষুধ তৈরির কাজে রাধাগোবিন্দ করের অবদান। ১৯১৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রাধাগোবিন্দ কর। মৃত্যুর সময়ে রাধাগোবিন্দ করের নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছুই ছিল না। শুধু ছিল বেলগাছিয়ায় গড়ে তোলা একটি বাড়ি। সেই বাড়িটিও উইল করে দান করে যান মেডিক্যাল কলেজকে। রাধাগোবিন্দ কর ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রকৃত রেনেসাঁ পুরুষ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় এআইডিডাব্লুউ'র উদ্যোগে এক দিবসীয় এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের হস্ততাঁত ও হস্তশিল্প নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্সের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই, ২০২৫: উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হস্ততাঁত ও হস্তশিল্প ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও উত্তরপূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া মঙ্গলবার এক উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্সের বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী গিরিরাজ সিং, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী লালদুহোমা, অসমের হস্ততাঁত ও বস্ত্র মন্ত্রী উরখাও গোয়রা ব্রহ্মা, ডোনার মন্ত্রক, মনিপুর সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। বৈঠকে পৌরহিত্য করেন নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিও রিও।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সিন্ধিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর "পরিবেশ ও ক্ষমতায়নের জন্য ফ্যাশন '-এর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে ভারতের সুস্থায়ী ফ্যাশন বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য উত্তর-পূর্বের অসীম সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। পরিবেশ-বান্ধব অনুশীলন, কারিগরদের দক্ষতা এবং ব্যতিক্রমী কারুশিল্পের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের সাথে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল বিশ্বব্যাপী সবুজ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ফ্যাশনে রূপান্তরের জন্য অনন্যভাবে অবস্থান করছে। শ্রী সিন্ধিয়া বলেন, 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অবশ্যই হস্ততাঁত ও হস্তশিল্পের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে হবে এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্ব মঞ্চে স্থান দিতে হবে।'

কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী শ্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য গঠিত উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্সের বৈঠকে যে মূল্যবান পরামর্শগুলি উত্থাপন করা হয়েছে , বস্ত্রমন্ত্রক সে সমস্ত পরামর্শগুলি নিয়ে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি ও সমন্বয়ের সঙ্গে কাজ করবে, যাতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিল্প, সংস্কৃতি এবং কারিগররা একটি বৈশ্বিক মঞ্চ পেতে পারেন।

উন্নত বাজারের সুযোগ, প্রযুক্তির ব্যবহার, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং টেকসই জীবিকা সৃষ্টির মতো লক্ষ্যকে সামনে রেখে হস্তশিল্প ও হস্ততাঁতের বাস্তুতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার ওপর বৈঠকে জোর দেওয়া হয়। এই টাস্কফোর্সের লক্ষ্য এই অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতির ভিত্তি হিসাবে হস্তশিল্প ও হস্ত তাঁত ক্ষেত্রকে উন্নীত করতে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কাজ করা। বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল ও নকশা সুসংহতকরণ এবং দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রের আধুনিকীকরণের উপর জোর দিয়ে একটি রূপান্তরমূলক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। মূল উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে কারিগর ক্লাস্টার প্রতিষ্ঠা, কমন ফেসিলিটি সেন্টার স্থাপন এবং জাতীয় স্তরে নজর কাড়ার জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে ফ্ল্যাগশিপ পণ্যগুলি চিহ্নিত করা। রোডম্যাপটি স্ব-সহায়তা গোষ্ঠীগুলিকে বৈশ্বিক মানের সঙ্গে সারিবদ্ধ করে এবং স্থানীয় কারুশিল্পকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে একটি বটম-আপ ভ্যালু চেইন বিকাশের মাধ্যমে বাজারের প্রস্তুতির উপর জোর দিয়েছে।

SHORT NOTICE NOTICE INVITING TENDER (NIT)

PNIT NO.: 22/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26 Date 21/07/2025 The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD (R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1)	DNIT No.83/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26	Upto 3.00 pm On 28/07/2025	At 4.00 pm on 28/07/2025 (If possible)
2)	DNIT No.84/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 1560/25

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpu, west Tripura.

The Executive Engineer-IV, Urban Development Department, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Item rate tender(s) from the owner of the vehicle having valid commercial permit of the vehicle, Road Tax Clearance Certificate, Fitness Certificate, Valid Insurance, Pollution Certificate, Registration Certificate,Tax Clearance Certificate up to 3.00 P.M. on 28/07/2025 for the following work:-

Sl NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	LAST DATE AND TIME FOR ISSUE OF TENDER FORM
1	DNIT No.106/EE-IV/AE/UDD/EW/2025-26	Rs.3,69,840.00	Rs.7400.00	Up to 13.00 Hrs on 25/07/2025

All of the details can be seen in the office of the undersigned at office hours up to 13.00 Hrs on 25.07.2025
ICA/C/1572/25

Executive Engineer-IV,
Urban Development Department
Agartala, West Tripura

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA

PNIe-T-No: 06/Div-II/AMC/2025-26 **Dated:-17-07-25**

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No.38/Div-II/AMC/2025-26	7,62,288.00	15,246.00	90(Ninety) days
2	DNIeT No.39/Div-II/AMC/2025-26	13,11,350.00	26,227.00	90(Ninety) days
3	DNIeT No.40/Div-II/AMC/2025-26	31,67,730.00	63,355.00	90(Ninety) days
4	DNIeT No.41/Div-II/AMC/2025-26	13,29,360.00	26,587.00	120(One Hundred Twenty) days
5	DNIeT No.42/Div-II/AMC/2025-26	4,69,835.00	9,397.00	60(Sixty) days
6	DNIeT No.43/Div-II/AMC/2025-26	9,03,466.00	18,069.00	90(Ninety) days
7	DNIeT No.44/Div-II/AMC/2025-26	23,24,444.00	46,489.00	90(Ninety) days
8	DNIeT No.45/Div-II/AMC/2025-26	3,88,542.00	7,771.00	90(Ninety) days

Last date and time for document downloading/bidding: **06-08--2025 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs.**
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- Illegible
Executive Engineer,
Division No-II,

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA: TRIPURA
Notice Inviting e-Tender

PNIe-T- No: 07/EE/DIV-I/AMC/2025-26 **Dated:- 17/07/2025**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No:22/EE/DIV-I/AMC/2025-26	14,55,993	29,118	60(Sixty) Days
2	D.N.I.E.T No:22/EE/DIV-I/AMC/2025-26	9,70,551	19,411	60(Sixty) Days

1. Last date and time for document downloading/bidding: 30-07-2025 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 30-07-2025 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Sd/- (Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যুক্তরাজ্য ও মালদ্বীপ সফর: সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের প্রত্যাশা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ২৩শে জুলাই থেকে ২৬শে জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাজ্য ও মালদ্বীপ সফরে যাচ্ছেন। এই সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমি ২৩ থেকে ২৬শে জুলাই যুক্তরাজ্য এবং মালদ্বীপ সফরে যাচ্ছি।' ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে একটি ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব রয়েছে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই সহযোগিতা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, গবেষণা, স্থায়িত্ব, স্বাস্থ্য এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক সহ বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃত।

প্রধানমন্ত্রী রাইট অনারেবল স্যার কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব আরও বাড়ানোর সুযোগ পাবেন, যার লক্ষ্য উভয় দেশে সমৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি। তিনি এই সফরে মহামহিম রাজা তৃতীয় চার্লস-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার অপেক্ষায় রয়েছেন।

যুক্তরাজ্য সফরের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি মহামান্য ড. মোহাম্মদ মুইজ্জু"র আমন্ত্রণে মালদ্বীপের স্বাধীনতার ৬০তম বার্ষিকী উদযাপনে যোগ দেবেন। এই বছরটি ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৬০তম বার্ষিকীও বটে।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি মুইজ্জু এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের জন্য উন্মুখ, যার মাধ্যমে একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা অংশীদারিত্বের যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি এগিয়ে নেওয়া যাবে এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার জন্য সহযোগিতা জোরদার করা সম্ভব হবে।

প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের যৌথ বৈঠক

মালিগাঁও, ২৩ জুলাই, ২০২৫: পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) আসাম রাজ্য পলিউশন কন্টোল বোর্ড (পিসিবিএ) -এর কর্মকর্তা এবং মেসার্স কুসুম উদ্যোগ, রঙ্গিয়া, একটি পিসিবিএ অনুমোদিত রিসাইক্লিং সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে একটি সহযোগিতামূলক বৈঠক করেছে। শ্রী এম. কালিমুথি, সিএমই/ইএনএইচএম/এনএফআর -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনকে ভারতের প্রথম প্লাস্টিক-মুক্ত রেলওয়ে স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগের উপর আলোচনা করা হয়।

বৈঠকে ট্রেন এবং স্টেশন প্রাঙ্গণ থেকে সংগৃহীত প্লাস্টিক বর্জ্যের দক্ষ পৃথকীকরণ, টুকরা করা, ধোয়া এবং পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করার মূল কৌশলগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। মেসার্স কুসুম উদ্যোগ স্টেশনের আবর্জনা সংরক্ষণ এলাকা থেকে প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিচালনা, পরিষ্কার এবং একটি অনুমোদিত রিসাইক্লিং ইউনিটে পরিবহনের জন্য একটি বিস্তৃত প্রস্তাব জমা দেবে। এজেন্ডায় বর্তমান বর্জ্য নিষ্কাশন পদ্ধতি পর্যালোচনা করা, উচ্চ-প্রভাবশালী এলাকাগুলি চিহ্নিত করা এবং একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক কমাতে এবং দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবস্থাগুলিকে উন্নত করার জন্য একটি যৌথ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্কাউটস এবং গাইডের দ্বারা প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন, নুক্কড় নাটক (পথ নাটক) এবং ড্রামা পরিবেশনার মতো জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ইটিপি) এবং সুওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (এসটিপি) পরিদর্শন এবং সঠিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছে এবং সম্পূর্ণভাবে সম্মতি দিয়েছে এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে। পরিবেশ বান্ধব বিকল্প এবং বর্জ্য পরিশোধন সমাধান গ্রহণের সুবিধার্থে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং নীতি নির্দেশনারও আশ্বাস দিয়েছে।

গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনের অধীনে বৃহত্তম এবং সবচেয়ে কৌশলগত স্টেশন, উত্তর পূর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে, রাজধানী এক্সপ্রেস এবং বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সহ প্রতিদিন ১০০ টিরও বেশি ট্রেন হেগুলিং করে। অধিক যাত্রী পরিবহন, আধুনিক পরিকাঠামো এবং পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রমের বিষয় প্রতিশ্রুতির জন্য পরিচিত, স্টেশনটি আসাম পলিউশন কন্টোল বোর্ড এবং স্থানীয় শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বে কাজ করছে যাতে ১০০ প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং পুনর্ব্যবহৃত স্টেশন হয়ে ওঠে।

এই বৈঠকটি একটি পরিষ্কার এবং সবুজ রেলওয়ে ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতামূলক এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণ হ্রাস করার জন্য সরকারের বৃহত্তর প্রতিশ্রুতিকেও জোরদার করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এই তথ্য জানিয়েছেন।

রাইজিং নর্থইস্ট ইনভেস্টরস সামিট ২০২৫

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই ২০২৫: উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (ডোনার) উত্তরপূর্বাঞ্চলে বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে 'রাইজিং নর্থইস্ট ইনভেস্টরস সামিট ২০২৫'-এর আয়োজন করেছে। সম্মেলন ও তার প্রাক-ইভেন্ট রোডশোগুলি মিলিয়ে ৪.৪৮ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আগ্রহ অর্জিত হয়েছে, যা সমঝোতা স্মারক(মউ), ইচ্ছাপত্র এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারী, সরকারি সংস্থা এবং বৃহৎ শিল্প সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগ সূত্রের মাধ্যমে হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলি এই সমস্ত মউ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে।

সম্মেলনের সময় অন্যকিছুর তুলনায় বিদ্যুৎ এবং কৃষিভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট খাতে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব আকৃষ্ট হয়েছে।

ভারত সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শিল্পোন্নয়নকে জোরদার করতে এবং নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে 'উত্তর-পূর্ব ট্রান্সফরম্যাটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়েলাইজেশন' (উন্নতি) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উন্নতি প্রকল্পের অধীনে প্রদত্ত প্রণোদনার মধ্যে রয়েছে: i) মূলধন বিনিয়োগ প্রণোদনা; ii) কেন্দ্রীয় মূলধনী সুদ ভর্তুকি প্রণোদনা; এবং iii) উৎপাদন ও পরিষেবা সংযুক্ত প্রণোদনা। এছাড়াও, রাজ্য সরকারগুলি বিনিয়োগ সহজতর করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে সিঙ্গল উইন্ডো অনুমোদন ব্যবস্থা, বিনিয়োগ প্রচার সংস্থা গঠন, ল্যান্ড-ব্যাঙ্ক তৈরি, বিনিয়োগের জন্য প্রণোদনা ইত্যাদি। এই বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয়ের কাজ করছে ডোনার।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারগুলি স্বল্প-কার্বন প্রযুক্তি এবং পরিবেশবান্ধব সুস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকে উৎসাহিত করে। এমন প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যেগুলি ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে না এবং 'সবুজ শিল্প' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ, আর যা স্থানীয় পরিবেশে সবচেয়ে কম নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার আজ লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানান।

Press Notice Inviting e-Tender No.F.2(5)-NTDP/ITNET/2025/255
Dated, Dharmanagar, the 21/07/2025.

The Principal, North Tripura District Polytechnic, Dharmanagar, North Tripura invites e-Tender (through e-Procurement website: https://www.tripuratenders.gov.in) on behalf of the Governor of Tripura from bonafied & resourceful manufacturers / authorized dealers / distributors / reputed firms/organizations, having minimum 05 (five) years of experience in supplying, installation, testing and commissioning of 'Networking System (Local Area Network)' at North Tripura District Polytechnic, Dharmanagar, North Tripura under the AQIS-GAINER Scheme, AICTE, New Delhi for providing internet connectivity throughout the institute premises.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest money (Refundable)	Cost of Tender Fee (Non-refundable)	Date of Down-loading Tender Form	Last Date of submitting e-Tender	Time for Completion
1.	Supplying, Installation, Testing and Commissioning of 'Networking System (Local Area Network)' at North Tripura District Polytechnic, Dharmanagar, North Tripura under the AQIS-GAINER scheme, AICTE, New Delhi for providing internet connectivity throughout the institute premises.	Rs 5,00,000.00 (Rupees Five Lakh only)	Rs. 10,000.00 (Rupees Ten Thousand only)	Rs 1000.00 (Rupees One Thousand only)	21/07/2025 (from 05:00 PM) to 11/08/2025 (Upto 05:30 PM)	11/08/2025 (Upto 05:30 PM)	30 (Thirty) days from the date of issue of supply order / work order AOC

The other details related to this e-Tender can be seen and obtained from the website: https://www.tripuratenders.gov.in. Corrigendum / Addendum, if any, will be published only on the above website.
ICA/C-1565 /25

Sd/-(Dr. Prasun Datta)
Principal-in-Charge & H.O.O. North T
ripura District Polytechnic Dharmanagar, North Tripura

WALK-IN-INTERVIEW

Applications are invited from the eligible female candidates who are residing in Gram Panchayat/VC area as mentioned in column no. 3 for the recruitment of Anganwadi Worker and Anganwadi Helper on purely " **No Work No Honorarium"** basis through WALK-IN- INTERVIEW Process which will held on **13/08/2025 at 10 AM** onwards at the chamber of the office of the CDPO, Jolaibari ICDS Project, Santirbazar, South Tripura along with filled up bio-data in prescribed application form (available in the office of the undersigned) with all necessary documents. No application will be received after **5 PM (08/08/2025).**

List of vacant AWCs.

Sl.No.	Name of AWC	Name of GP/VC	Name of the ICDS Project	Name of Vacant Post	Remarks
1	2	3	4	5	
1	Mayajoy Bari AWC	Abhangchara VC	Jolaibari	Anganwadi Worker	Interview will be taken placed on 13-08-2025 at 10 A.M onwards
2	Nibaran Nama Para AWC	North Jolaibari GP	Jolaibari	Anganwadi Worker	
3	Pali Sardar Para AWC	East Pilak VC	Jolaibari	Anganwadi Worker	
4	Najirai Para 2 AWC	Kalshimukh VC	Jolaibari	Anganwadi Worker	
5	Malendra Reang Para 2 AWC	Kalshimukh VC	Jolaibari	Anganwadi Worker	
6	Charanpai Para 2 AWC	Kalshimukh VC	Jolaibari	Anganwadi Worker	
7	Pumpaiya Para AWC	Kalshimukh VC	Jolaibari	Anganwadi Worker	
8	Sisarai Para AWC	Birendra Nagar VC	Jolaibari	Anganwadi Worker	
9	Saiyarai Para AWC	Birendra Nagar VC	Jolaibari	Anganwadi Worker	
10	Lankajoy Para AWC	Birendra Nagar VC	Jolaibari	Anganwadi Worker	
11	Bongboroi Para AWC	Srikanta Bari VC	Jolaibari	Anganwadi Worker	
12	New Majumder Para AWC	Muhuripur GP	Jolaibari	Anganwadi Helper	
13	Bathanbari AWC	North Jolaibari GP	Jolaibari	Anganwadi Helper	
14	Ashar Ch Para AWC	Kalshimukh VC	Jolaibari	Anganwadi Helper	
15	Nath Para AWC	East Charakbai GP	Jolaibari	Anganwadi Helper	
16	Krishna Nama Para AWC	Swadeshnagar GP	Jolaibari	Anganwadi Helper	
17	Najirai Para 2 AWC	Kalshimukh VC	Jolaibari	Anganwadi Helper	
18	Malendra Reang Para 2 AWC	Kalshimukh VC	Jolaibari	Anganwadi Helper	
19	Charanpai Para 2 AWC	Kalshimukh VC	Jolaibari	Anganwadi Helper	
20	Pumpaiya Para AWC	Kalshimukh VC	Jolaibari	Anganwadi Helper	
21	Sisarai Para AWC	Birendra Nagar VC	Jolaibari	Anganwadi Helper	
22	Saiyarai Para AWC	Birendra Nagar VC	Jolaibari	Anganwadi Helper	
23	Lankajoy Para AWC	Birendra Nagar VC	Jolaibari	Anganwadi Helper	
24	Bongboroi Para AWC	Srikanta Bari VC	Jolaibari	Anganwadi Helper	

Interested eligible candidates amy attend the interview as per above mentioned schedule with all their original testimonials/certificates viz. address proof, marksheet, ration cards, disability certificated (if applicable),caste certificates (if applicable). Others details will be available in office of the Undersigned.

21/07/2025
CDPO
Jolaibari ICDS Project
South Tripura

ICA/D-635/25

বুধবার আগরতলা চিলেন্ড পার্ক এলাকার সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নিয়ে কর্পোরেটর রত্না দেবের উপস্থিতিতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ফ্রিজ দীর্ঘস্থায়ী করতে যা করবেন

মজাদার খাবার ও টাটকা শাকসবজি দীর্ঘ সময় সতেজ রাখার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গৃহস্থালী যন্ত্র হচ্ছে রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ।

সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এই যন্ত্রটিকে নিতে হবে না মেকানির কাছে ও দীর্ঘদিন কার্যকর থাকবে। কিন্তু আমাদের অনেকেই জানি না ঠিক কীভাবে এটি ব্যবহার করা উচিত। বলুন তো, সপ্তাহে কতবার ফ্রিজ বন্ধ করা উচিত? অনেকেই লোকমুখে শোনা তথ্যের ওপর ভরসা করে ফ্রিজ চালান বা বন্ধ করেন।

কেউ কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফ্রিজ বন্ধ রাখেন, আবার কেউ ইচ্ছেমতো চালু ও বন্ধ করেন। কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো এভাবে কি ফ্রিজ ব্যবহার করা ঠিক?

এমন অনেকেই আছেন যারা জানেন না কতদিন বা কতক্ষণ ফ্রিজ বন্ধ রাখা উচিত। অনেকেই ভাবেন, যদি কয়েকদিন বাড়িতে না থাকেন, তাহলে ফ্রিজ বন্ধ করে রাখাই ভালো। কিন্তু এটি একটা বড় ভুল।

আসলে, আধুনিক ফ্রিজে অটো কাট সিস্টেম থাকে। এই ব্যবস্থায় ফ্রিজ নিজে থেকেই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছালে কম্প্রেসার বন্ধ করে দেয় এবং প্রয়োজন হলে

আবার চালু হয়। অর্থাৎ এটি একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র।

অটো-কাট ফিচার ফ্রিজের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছালে কম্প্রেসারকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করে দেয়।

এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং খাবারও সঠিকভাবে সংরক্ষিত থাকে। সাধারণভাবে এই ফিচার নিজে থেকেই কাজ করে, আলাদাভাবে ফ্রিজ বন্ধ করার দরকার পড়ে না।

কখন ফ্রিজ বন্ধ করা যায়? ডিফ্রস্ট করার সময়

যদি ফ্রিজে বেশি বরফ জমে যায় (ম্যানুয়াল ডিফ্রস্ট ফ্রিজ হলে), তাহলে প্রতি ১৫---৩০ দিনে একবার বন্ধ করে ডিফ্রস্ট করা ভালো। দীর্ঘ সময় বাড়ির বাইরে থাকলে যদি ২—৩ সপ্তাহ বা তার বেশি সময় বাইরে থাকেন, তাহলে ফ্রিজ খালি করে বন্ধ রাখা যায়।

যান্ত্রিক সমস্যা হলে

অতিরিক্ত গরম হওয়া, অস্বাভাবিক শব্দ বা জল চুঁইয়ে পড়লে ফ্রিজ বন্ধ রেখে টেকনিশিয়ানের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

এ ছাড়া এই যন্ত্রটি ভালো রাখতে নিয়মিত পরিষ্কার করা, দরজা ঠিকভাবে বন্ধ হচ্ছে কি না দেখা, তাপমাত্রা ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করা এবং চারপাশে পর্যাপ্ত জায়গা রাখা উচিত যাতে বায়ু চলাচল ঠিক থাকে।

কখন ফ্রিজ বন্ধ করা উচিত নয়?

দৈনিক বা সাপ্তাহিকভাবে ফ্রিজ বন্ধ করা একদম উচিত নয়। এতে কম্প্রেসারের ওপর চাপ পড়ে এবং খাবারও নষ্ট হতে পারে। নতুন প্রজন্মের ইনভার্টার ফ্রিজ— যেগুলোতে অটো-কাট ফিচার থাকে, সেগুলোকে বারবার বন্ধ করার কোনো প্রয়োজনই নেই।

সঠিকভাবে ব্যবহার করলে ফ্রিজ দীর্ঘদিন ভালো পরিষেবা দেয় এবং বিদ্যুৎও সাশ্রয় হয়। তাই লোকমুখে শোনা কথার চেয়ে বিজ্ঞানসম্মত তথ্যই মেনে চলা ভালো।

গিলয় জুসের উপকারিতা

আয়ুর্বেদে গিলয়, যিনি 'অমৃতা' বা 'গুডুচী' নামেও পরিচিত, একটি শক্তিশালী ঔষধি গাছ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই গাছের রস বা গিলয় জুস ভারতের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতিতে বহু শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গিলয়ের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং ইমিউনিটি-বুস্টিং গুণাবলীর কারণে এটি আধুনিক স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ২০২৫ সালে, যখন স্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, গিলয় জুস স্বাস্থ্যকর জীবনধারার জন্য একটি প্রাকৃতিক সমাধান হিসেবে উঠে এসেছে। এই প্রতিবেদনে আমরা গিলয় জুসের উপকারিতা, এর ব্যবহার পদ্ধতি, এবং এটি কীভাবে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

গিলয় জুস কী এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ?

গিলয় একটি লতানো গাছ, যার কাণ্ড, পাতা এবং শিকড় ঔষধি গুণে ভরপুর। গিলয় জুস তৈরি করা হয় এই গাছের কাণ্ড থেকে রস বের করে, যা প্রায়শই জল বা মধুর সাথে মিশিয়ে পান করা হয়। আয়ুর্বেদে গিলয়কে 'অমৃতা' বলা হয়, কারণ এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। গিলয় জুসে রয়েছে অ্যালকালয়েড, গ্লাইকোসাইড এবং স্টেরয়েডের মতো সক্রিয় উপাদান, যা এর ঔষধি গুণাবলী বাড়ায়। এটি শরীরের ডিটক্সিফিকেশন, প্রদাহ হ্রাস এবং হজমশক্তি উন্নত করতে বিশেষভাবে কার্যকর।

গিলয় জুসের প্রধান উপকারিতা

গিলয় জুসের একাধিক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে, যা আধুনিক গবেষণা এবং আয়ুর্বেদ উভয় দ্বারা সমর্থিত। নিচে এর কিছু উল্লেখযোগ্য উপকারিতা দেওয়া হল: ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি:

গিলয় জুস তার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ইমিউনোমডুলেটরি গুণাবলীর জন্য বিখ্যাত। এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। ২০২০ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, গিলয় ইমিউন সিস্টেমের কোষগুলির কার্যকারিতা বাড়ায়, যা ঠান্ডা, জ্বর এবং ভাইরাল সংক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর। বিশেষ করে মৌসুমি পরিবর্তনের সময় এটি অত্যন্ত উপকারী।

প্রদাহ হ্রাস:

গিলয়ের অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণ প্রদাহজনিত সমস্যা যেমন আর্থাইটিস, গাউট এবং পেশির ব্যথা কমাতে সহায়ক। এটি শরীরের প্রদাহজনক সাইটোকাইনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, যা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহজনিত রোগের ঝুঁকি কমায়। একটি এক্স পোস্টে বলা হয়েছে, "গিলয় জুস নিয়মিত পান করলে জয়েন্টের ব্যথা এবং ফোলাভাব কমে।" ডিটক্সিফিকেশন এবং লিভারের স্বাস্থ্য: গিলয় জুস শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয় এবং লিভারের কার্যকারিতা উন্নত করে। এটি লিভারের এনজাইমগুলির কার্যকারিতা বাড়ায় এবং ফ্যাটি লিভার বা হেপাটাইটিসের মতো সমস্যা প্রতিরোধে সহায়ক। গিলয়ের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য লিভারের কোষগুলিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

হজমশক্তি উন্নত করে:- গিলয় জুস হজমশক্তি উন্নত করতে এবং পেটের সমস্যা যেমন অ্যাসিডিটি, বদহজম এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়ক। এটি অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখে এবং মেটাবলিজম বাড়ায়। আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞরা বলেন, গিলয় জুস পাকস্থলীর পিএইচ ভারসাম্য রক্ষা করে এবং হজম এনজাইমের কার্যকারিতা বাড়ায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ:- গিলয় জুস রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। এটি ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়ায় এবং গ্লুকোজ মেটাবলিজম উন্নত করে। ২০১৯ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, গিলয়ের নিয়মিত সেবন টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সহায়ক।

ত্বকের স্বাস্থ্য ও উজ্জ্বলতা:- গিলয়ের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণ ত্বকের ব্রণ, একজিমা এবং অন্যান্য সমস্যা দূর করতে সহায়ক। এটি রক্ত পরিশোধন করে এবং ত্বকের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা বাড়ায়। নিয়মিত গিলয় জুস পান ত্বকের অকাল বার্ধক্য প্রতিরোধ করে।

কীভাবে গিলয় জুস সেবন করবেন?

গিলয় জুস সেবনের সঠিক পদ্ধতি এর উপকারিতা পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিচে কিছু নির্দেশিকা দেওয়া হল:

পরিমাণ: প্রতিদিন সকালে খালি পেটে ১৫-৩০ মিলি গিলয় জুস পান করুন। এটি জল বা মধুর সাথে মিশিয়ে নিতে পারেন।

তৈরির পদ্ধতি: তাজা গিলয় কাণ্ড ধুয়ে, ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ব্লেন্ডারে জলের সাথে মিশিয়ে রস বের করুন। বাজারে পাওয়া প্যাকেটজাত গিলয় জুসও ব্যবহার করা যায়, তবে নিশ্চিত করুন যে এটি জৈব এবং সংযোজনমুক্ত।

সময়: সকালে খালি পেটে পান করলে সর্বোত্তম ফল পাওয়া যায়।

সতর্কতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া গিলয় জুস সাধারণত নিরাপদ হলেও, কিছু সতর্কতা মেনে চলা উচিত:

অতিরিক্ত সেবন এড়িয়ে চলুন: অতিরিক্ত গিলয় জুস পান করলে রক্তে শর্করার মাত্রা অত্যধিক কমে যেতে পারে, বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে।

গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মহিলারা: গিলয় জুস সেবনের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

অটোইমিউন রোগ: অটোইমিউন রোগে ভুগলে গিলয় জুস সেবনের আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত, কারণ এটি ইমিউন সিস্টেমকে অতিরিক্ত সক্রিয় করতে পারে।

মানসম্পন্ন পণ্য: বাজার থেকে কেনা গিলয় জুসের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করুন যে এটি বিশুদ্ধ এবং কোনও ক্ষতিকারক রাসায়নিক মিশ্রিত নয়।

গিলয় জুসের ব্যবহারের সঠিক সময়

গিলয় জুস বর্ষাকালে এবং শীতকালে বিশেষভাবে উপকারী, কারণ এই সময়ে সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে। এছাড়া, দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছেন এমন ব্যক্তিরা বা যারা তাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে চান, তারা নিয়মিত গিলয় জুস সেবন করতে পারেন। তবে, সর্বোচ্চ উপকার পেতে ২-৩ মাস নিয়মিত সেবনের পর কিছুদিন বিরতি দেওয়া উচিত।

ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন

গিলয় জুস একটি প্রাকৃতিক এবং শক্তিশালী আয়ুর্বেদিক সমাধান, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো, প্রদাহ হ্রাস, লিভারের স্বাস্থ্য উন্নত করা এবং হজমশক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০২৫ সালে, যখন প্রাকৃতিক স্বাস্থ্য সমাধানের চাহিদা বাড়ছে, গিলয় জুস একটি সাশ্রয়ী এবং কার্যকর বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছে। তবে, এটি সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সেবন করা গুরুত্বপূর্ণ। আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে গিলয় জুস আপনার দৈনন্দিন রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং প্রাকৃতিকভাবে সুস্থ জীবনযাপনের পথে এগিয়ে যান।

আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত আয়ুর্বেদিক স্ট্রেস বাস্টার অশ্বগন্ধা

অশ্বগন্ধা যা ভারতীয় আয়ুর্বেদের একটি প্রাচীন ঔষধি গাছ হিসেবে পরিচিত, আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত একটি শক্তিশালী স্ট্রেস বাস্টার হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। এই অ্যাডাপটোজেন হার্ব, যার বৈজ্ঞানিক নাম , শতাব্দী ধরে ভারতীয় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সম্প্রতি, আধুনিক গবেষণায় এর বিভিন্ন স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষ করে স্ট্রেস এবং উদ্বেগ কমানোর ক্ষেত্রে। এই প্রতিবেদনে আমরা অশ্বগন্ধার উপকারিতা, এর কার্যকারিতা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব। অশ্বগন্ধা কী এবং এর ঐতিহাসিক ব্যবহার

অশ্বগন্ধা একটি ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, যার মূল এবং পাতা ঔষধি গুণের জন্য বিখ্যাত। আয়ুর্বেদে এটি 'রাসায়ন' হিসেবে পরিচিত, যার অর্থ হলো শরীর ও মনের পুনরুজ্জীবনকারী। এটি প্রাচীনকাল থেকে স্ট্রেস, ক্লান্তি, দুর্বলতা এবং ঘুমের সমস্যা মোকাবেলায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর নাম 'অশ্বগন্ধা' এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'অশ্ব' (ঘোড়া) এবং 'গন্ধ' (গন্ধ) থেকে, যা এর মূলের তীব্র গন্ধ এবং শক্তি প্রদানের ক্ষমতার প্রতীক। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকরা এটি শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, হরমোনের ভারসাম্য রক্ষায় এবং মানসিক স্থিতিশীলতার জন্য ব্যবহার করতেন।

অশ্বগন্ধার অ্যাডাপটোজেনিক গুণ

অশ্বগন্ধা একটি অ্যাডাপটোজেন হার্ব, যা শরীরকে স্ট্রেসের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। অ্যাডাপটোজেনগুলি শরীরের স্ট্রেস হরমোন, যেমন কর্টিসলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত রাখে। আধুনিক জীবনযাত্রায়, যেখানে মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং ক্লান্তি একটি সাধারণ সমস্যা, অশ্বগন্ধা এই সমস্যাগুলির একটি প্রাকৃতিক সমাধান হিসেবে কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে অশ্বগন্ধা কর্টিসলের মাত্রা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারে, যা উদ্বেগ এবং স্ট্রেস কমাতে সহায়ক।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ

অশ্বগন্ধার উপকারিতা শুধুমাত্র আয়ুর্বেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। ২০২৪ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে নিয়মিত অশ্বগন্ধা সেবন মানসিক চাপ কমাতে এবং ঘুমের মান উন্নত করতে সহায়ক। এছাড়াও, এটি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায় এবং স্মৃতিশক্তি উন্নত করে। অশ্বগন্ধায় উপস্থিত উইথানোলাইড নামক যৌগটি অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত, যা শরীরের প্রদাহ কমায় এবং কোষের ক্ষতি রোধ করে।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে অশ্বগন্ধা থাইরয়েড ফাংশন উন্নত করতে পারে, বিশেষ করে হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য। এছাড়াও, এটি পুরুষদের

টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বাড়াতে এবং উর্বরতা উন্নত করতে সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে, এটি হরমোনের ভারসাম্য রক্ষায় এবং মেনোপজের লক্ষণগুলি কমাতে সহায়তা করে। অশ্বগন্ধা শারীরিক শক্তি বাড়ায় এবং ক্রীড়াবিদদের মধ্যে পেশির শক্তি এবং সহনশীলতা উন্নত করার জন্য জনপ্রিয়।

অশ্বগন্ধার অন্যান্য স্বাস্থ্য উপকারিতা স্ট্রেস কমানো ছাড়াও অশ্বগন্ধার আরও বেশ কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। এটি প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে অশ্বগন্ধা কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমাতে সহায়ক। এছাড়াও, এটি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, বিশেষ করে বিষণ্ণতা এবং উদ্বেগজনিত সমস্যায়। কিছু প্রাথমিক গবেষণায় ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে অশ্বগন্ধা ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি রোধে সহায়ক হতে পারে, যদিও এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

কীভাবে অশ্বগন্ধা সেবন করবেন?

অশ্বগন্ধা সাধারণত পাউডার, ক্যাপসুল, বা ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়। এটি দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করা যায় বা চা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে, অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করলে পেটের সমস্যা, ঘুমঘুম ভাব বা নিম্ন রক্তচাপের মতো পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। সাধারণত, প্রতিদিন ৩০০-৬০০ মিলিগ্রাম অশ্বগন্ধা সেবন তির অধীনে থাকা ব্যক্তিদের জন্য নিরাপদ বলে মনে করা হয়। তবে, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া সেবন না করাই ভালো, বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলা বা যাদের অটোইমিউন রোগ রয়েছে তাদের জন্য।

চ্যালেঞ্জ এবং সতর্কতা

যদিও অশ্বগন্ধা সাধারণত নিরাপদ, তবে এটি সবার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। গর্ভবতী মহিলা, স্তন্যদানকারী মা, এবং নির্দিষ্ট ওষুধ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের এটি সেবনের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এছাড়াও, অশ্বগন্ধার গুণগত মান নিশ্চিত করতে নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে কেনা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বাজারে নিম্নমানের পণ্যও পাওয়া যায়। অশ্বগন্ধা আয়ুর্বেদ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের এক অনন্য সংমিশ্রণ। এটি স্ট্রেস কমানো, ঘুমের মান উন্নত করা, প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো এবং শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য একটি প্রাকৃতিক এবং কার্যকর সমাধান। আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে এর উপকারিতা প্রমাণিত হওয়ায়, অশ্বগন্ধা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। তবে, এটি সঠিক মাত্রায় এবং চিকিৎসকের পরামর্শে সেবন করা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় ঐতিহ্যের এই ঔষধি গাছ আধুনিক জীবনের চাপপূর্ণ পরিস্থিতিতে একটি শান্তির আশ্রয় হিসেবে কাজ করছে, এবং এর জনপ্রিয়তা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়।

লাল না হলুদ, কোন কলা বেশি উপকারী

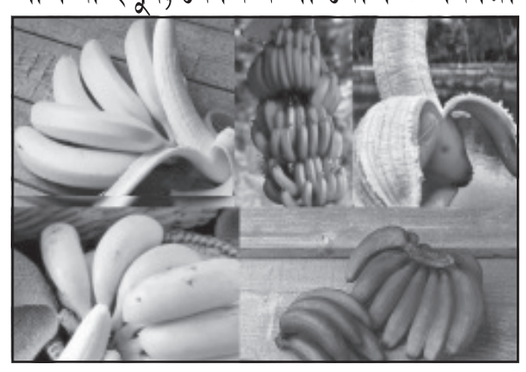

কলা পুষ্টিগুণে ভরপুর একটি ফল। এটি শুধু সুস্বাদু নয়, শরীরের নানা উপকারেও আসে।

বাজারে নানা জাতের কলা পাওয়া যায়, তবে আলোচনায় এখন লাল কলা। অনেকেই জানতে চানলাল কলা না হলুদ কলা, কোনটি বেশি উপকারী? এ নিয়ে মত দিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

১. লাল কলার বৈশিষ্ট্য 'ডেইলি ডায়েট'-এর পুষ্টিবিদ ও সিইও একতা ট্যান্ডন জানিয়েছেন, লাল কলা জিনগতভাবে পরিবর্তিত নয় বরং এটি প্রাকৃতিক চাষ ও জৈবিক বাছাইয়ের মাধ্যমে তৈরি। এ কলার স্বাদ মিষ্টি এবং এর গাছ

২. পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ

গ্লেনেগলস আওয়ার হাসপাতালের প্রধান ডায়েটিশিয়ান ডা. বিরালি শ্বেতা জানান, হলুদ কলার মতো লাল কলাও প্রাকৃতিক চিনি ও কার্বোহাইড্রেট সরবরাহ করে যা দ্রুত শক্তি দেয়। ৩. হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখে লাল কলা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং কোলেস্টেরল কমাতে ভূমিকা রাখে। এতে উচ্চমাত্রায় পটাশিয়াম রয়েছে যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

৪. হজমে সহায়ক

ফাইবারসমৃদ্ধ হওয়ায় এটি হজমে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে।

৫. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এতে ভিটামিন সি ও বি৬ রয়েছে যা রোগ প্রতিরোধে কার্যকর।

৬. ত্বক ও চোখের যত্নে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও বিটা-ক্যারোটিন থাকার কারণে এটি ত্বক ভালো রাখে এবং দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখতে সহায়ক।

৭. ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক কম ক্যালোরি ও বেশি ফাইবার থাকায় এটি ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে। ফলে ওজন কমাতে সহায়তা করে।

লাল ও হলুদ কলার পার্থক্য- পুষ্টিবিদ ট্যান্ডন জানান, হলুদ কলার তুলনায় লাল কলা ছোট ও ঘন। এতে বেশি পরিমাণে ভিটামিন সি, বি৬, ম্যাগনেশিয়াম ও বিটা-ক্যারোটিন থাকে। গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম হওয়ায় এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও ভালো। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় ১—২টি লাল কলা রাখা যেতে পারে। তবে খাবারের মাঝে খাওয়াই উত্তম, যাতে শরীর ভালোভাবে পুষ্টি শোষণ করতে পারে। আপনার যদি কলার প্রতি অ্যালার্জি না থাকে এবং অতিরিক্ত না খান, তবে লাল কলা সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যকর। লাল ও হলুদউভয় কলাই উপকারী। তবে পুষ্টিগুণ বিবেচনায় লাল কলাকে একটু এগিয়ে রাখছেন বিশেষজ্ঞরা।

নারকেল ও ছোলা দিয়ে কচুর শাক

কচুর শাকের ঘন্ট দুই বাংলাতেই জনপ্রিয়। কচু বেছে, কেটে রান্নার ঝক্কি অনেক। তাই রেস্তরাঁ থেকেই আনিয়ে খাওয়া হয়। তবে নিরামিষ কচুর শাকের ঘন্ট রাঁধা খুব কঠিন নয়। রান্নার সহজ প্রণালী রইল শুধু আপনার জন্য। বাঙালির ঘন্ট রান্নার ঐতিহ্য আজকের নয়। দেশভাগ, ভিটেমাটি ছেড়ে আসা, ছিন্নমূলের ব্যথা তখনও নীল করেনি বাঙালিকে। মিলেমিশে এই অবিভক্ত বাংলাতেই তৈরি হয়েছে একের পর এক স্বাদ। বাঙালি হেঁশেলে ফলের খোসা থেকে ডগা, কাণ্ড থেকে শিকড়, ফুল থেকে পাতা, সব কিছু দিয়েই তৈরি হয় নানা ব্যঞ্জন। শুক্তো, ঘন্ট, ছ্যাঁচড়া, ছেঁচকি, চচ্চড়ি, ছক্কা, দোলমা, ডালনা রেসিপির শেষ নেই। কচুর শাকের ঘন্ট তেমনই একটি। দুই বাংলাতেই অত্যন্ত প্রিয় এই রান্নাটি। কচুর ডাঁটার সঙ্গে নারকেল, ভেজানো ছোলা, কখনও চিংড়ি, ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে বেশ কষিয়েই রাঁধা হয় কচুর শাক। বর্ষার দিনে বাজারে ভাল কচু পাওয়া যায়। এই সময়ে কচুর শাকের ঘন্ট রান্না করতেই পারেন। রইল নিরামিষ কচুর শাক রান্নার একটি প্রণালী।

নিরামিষ কচুর শাকের ঘন্ট উপকরণ ৫০০ গ্রাম কচুর শাক; আধ কাপ নারকেল কোরা; ১/৪ কাপ ছোলা ভিজিয়ে রাখা; ২-৩টি শুকনো লঙ্কা; ১ চামচ পাঁচফোড়ন; ১ চামচ আদাবাটা; ১ চামচ জিরে গুঁড়ো; ১ চামচ ধনে গুঁড়ো; ১ চামচ হলুদ গুঁড়ো; আধ চামচ লঙ্কাগুঁড়ো; ৩টি কাঁচালঙ্কা; ৪ চামচ সরিষার তেল; পরিমানমত লবন ও চিনি স্বাদমতো; লেবুর রস বা তেঁতুলের পেষ্ট। প্রণালী কচুর শাকের ডাঁটা ও পাতা ভালো করে ধুয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। খেয়াল রাখবেন, কচি অংশগুলোই ব্যবহার করবেন। এবার পানি ও লবন মিশিয়ে ভাল করে কচুশাক সেদ্ধ করে নিতে হবে। শাক সেদ্ধ হয়ে নরম হলে নামিয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। হাত দিয়ে বা চামচ দিয়ে হালকা করে চটকে নিতে পারেন, তবে একাবারে মিহি করবেন না। অনেক সময়ে কচুতে গলা চুলকাতে পারে, তাই সেদ্ধ করার সময়ে সামান্য তেঁতুল বা লেবুর রস মিশিয়ে নিতে পারেন।

সারারাত ছোলা ভিজিয়ে রাখলে ভাল হয়। যে দিন রান্না করবেন, তার আগের দিন রাত থেকে ছোলা ভিজিয়ে রাখবেন। এই ছোলা লবন দিয়ে অল্প সেদ্ধ করে নিন। নারকেল কুরিয়ে রেখে দিন। ছোট ছোট টুকরো করেও নিতে পারেন। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে শুকনো লঙ্কা ও পাঁচফোড়ন দিন। ফোড়নের সুগন্ধ বার হলে আদাবাটা ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে হালকা কষিয়ে নিন। এবার সেদ্ধ করা কচুর শাক কড়াইতে দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। হলুদগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো এবং লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে নাড়ুন। তারপর সেদ্ধ করা ছোলা এবং নারকেল কোরা দিন। সামান্য চিনি দিতে পারেন। স্বাদমতো লবন দিন। আঁচ কমিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। যতক্ষণ না শাকের পানি শুকিয়ে যায়, ততক্ষণ কষাতে হবে। মিশ্রণ ঘন হলে তখন ভাল করে ভেজে নিন। সামান্য সরিষার তেল দিয়ে নাড়ুন। শাক একদম শুকনো শুকনো হলে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন কচুর শাকের ঘন্ট। তৃপ্তির ঢেকুর তুলবেন।

এক পেড় মা কে নাম কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মেয়র দীপক মজুমদার এক বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বুধবার।

রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতীয় প্রতিরক্ষা এস্টেট পরিষেবা

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস এবং সেন্ট্রাল ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের প্রবেশনারিদের সাক্ষাৎ

নয়াদিল্লি, ২৩শে জুলাই : ২৩শে জুলাই ভারতীয় প্রতিরক্ষা এস্টেট সার্ভিস, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস এবং সেন্ট্রাল ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের প্রবেশনারিরা রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা এস্টেট সার্ভিসের অফিসারদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন যে, দ্রুত প্রযুক্তিগত রূপান্তরের এই যুগে ডিজিটাল সমাধানগুলির একীকরণ একটি প্রয়োজনীয়তা। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা এবং তাদের কার্যকারিতায় তা প্রয়োগ করা তাঁদের কর্তব্য। তিনি বলেন যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ড্রোন-ভিত্তিক ভূমি জরিপ, স্যাটেলাইট চিত্র এবং সম্পত্তি রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্লকচেইন আর ভবিষ্যতের ধারণা নয়, বরং এগুলি শাসনের অংশ হয়ে উঠছে। তিনি তাঁদের সেনানিবাসগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নে সবুজ অনুশীলন গ্রহণ করতে, নবায়নযোগ্য শক্তি সমাধান অবলম্বন করতে, অপচয় কমাতে এবং জল সংরক্ষণ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন।

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস অফিসারদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন যে সামরিক নির্মাণ ক্ষেত্রে উদীয়মান নেতা হিসেবে তরুণ এমইএস অফিসারদের কেবল নির্মাণ নয়, দায়িত্বের সঙ্গে নির্মাণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে টেকসই উন্নয়ন প্রচার এবং প্রতিরক্ষা পরিকাঠামোর কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে তাঁদের নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস গ্রহণে মনোযোগ দেওয়া উচিত। ''আত্মনির্ভর ভারত''-এর জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমইএস ''মেক ইন ইন্ডিয়া'' উদ্যোগের অধীনে দেশীয় উপকরণ এবং প্রযুক্তির ব্যবহার সক্রিয়ভাবে প্রচার করছে জেনে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

সেন্ট্রাল ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের অফিসারদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন যে, জল সম্পদের টেকসই উন্নয়ন এবং জলের কার্যকর ব্যবস্থাপনা জল সুরক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে। বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করে এবং জল সংরক্ষণে উৎসাহিত করে ভারত জনস্বাস্থ্য উন্নত করতে পারে, কৃষিক্ষমতা বাড়াতে পারে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে প্রকৌশল সমাধান প্রদানের মাধ্যমে জল পরিকাঠামো উন্নয়নে সেন্ট্রাল ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের অফিসারদের অবদান দেশকে প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট জল সংকটের বিরুদ্ধে আরও স্থিতিস্থাপক করে তুলবে।

ভারতের সরকারি বেকারত্ব তথ্য নিয়ে রইটার্সের প্রতিবেদন বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন: পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে পাল্টা যুক্তি সরকারি পক্ষের

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : ভারতের সরকারি বেকারত্ব তথ্য নিয়ে রইটার্সের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন ঘিরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ২২ জুলাই প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনটি দাবি করে যে ভারতের সরকার-প্রদত্ত বেকারত্ব সংক্রান্ত পরিসংখ্যান 'অসঠিক' ও বাস্তবতার প্রতিফলন নয়। তাদের দাবি, প্রায় ৫০ জন অর্থনীতিবিদের উপর ভিত্তি করে করা এক ''সমীক্ষা''র মাধ্যমে তারা এই বিশ্লেষণে উপনীত হয়েছে। তবে পরিসংখ্যানবিদ, নীতি বিশ্লেষক এবং সরকারি পরিসংখ্যান সংস্থাগুলি এই প্রতিবেদনের উপর কঠোর আপত্তি জানিয়ে বলেছে, এটি তথ্যভিত্তিক নয়, বরং অনুমাননির্ভর ও পদ্ধতিগতভাবে দুর্বল।

বিশ্লেষকদের মতে, রইটার্স প্রতিবেদনটি মূলত কিছু নাম না-জানা অর্থনীতিবিদের 'ধারণা'-র উপর দাঁড় করানো হয়েছে, যাদের নাম, পরিচয়, বা নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে কোনও ধরনের স্বচ্ছতা দেখানো হয়নি। এমনকি, তাঁদের মতামত কি পদ্ধতিগত প্রশ্নমালার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে, তা-ও অস্পষ্ট। এতে স্পষ্ট হয় যে, সংশ্লিষ্ট সমীক্ষায় নমুনা বৈচিত্র্য, পরিসংখ্যানগত গুরুত্বপূর্ণতা, কিংবা ম্যাক্রো ইকোনমিক সূচকের সঙ্গে তুলনার কোনও উল্লেখ নেই।

পরিসংখ্যানবিদদের মতে, এই ধরনের ''পারসেপশন সার্ভে'' মূল্যবান হলেও, তা কখনোই প্রতিনিধিত্বশীল, বৃহৎ পরিসরে সংগৃহীত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষিত সরকারি জরিপের বিকল্প হতে পারে না।ভারতের শ্রম বাজার পরিস্থিতি বোঝার জন্য মূল ভিত্তি হলো পিএলএফএস, যা পরিচালনা করে ভারতের ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকাল অফিস। এই জরিপ ২০১৭ সাল থেকে শ্রম ও কর্মসংস্থানের তথ্য সরবরাহ করছে এবং এটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-র সংজ্ঞা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। পিএলএফএস একটি স্ট্রাটিফায়েড মাল্টি-স্টেজ র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা দেশের গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের প্রতিনিধি নমুনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে পিএলএফএস মাসিক ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ করছে, যা শ্রমবাজার পর্যবেক্ষণে আরও তীক্ষ্ণতা এনেছে।

পিএলএফএস তথ্য শুধুমাত্র আইএলও নয়, বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিও ব্যবহার করে। এটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রেক্ষিতে ভারতের অগ্রগতি মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান।

পিএলএফএস-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর স্বচ্ছতা ও খোলামেলা তথ্যপ্রকাশ। এনএসও নিয়মিতভাবে তাদের নমুনা পরিকল্পনা, প্রশ্নপত্র, ওজনন পদ্ধতি, এবং সম্ভাব্য ত্রুটি -র তথ্য প্রকাশ করে। এই খোলামেলা পদ্ধতি গবেষক, নীতিনির্ধারক এবং আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের জন্য পিএলএফএস-কে একটি গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য উৎসে পরিণত করেছে।

পিএলএফএস-এর ২০২৩—২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে ১৫ বছর বা তার ঊর্ধ্বে বয়সী জনগণের শ্রম বাহিনী অংশগ্রহণের হার ৬০.১ু, যা ২০১৭—১৮ সালে ছিল মাত্র ৪৯.৮ু। একই সময়কালে কর্মী জনসংখ্যা অনুপাত ৪৬.৮ু থেকে বেড়ে ৫৮.২ু হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বেকারত্বের হার (ইউআর) ২০১৭—১৮ সালের ৬.০ু থেকে কমে ২০২৩—২৪ সালে হয়েছে মাত্র ৩.২ু।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিবর্তন ভারতীয় অর্থনীতিতে শ্রমশক্তির বৃহত্তর সংযোজন এবং উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের প্রতিফলন। যুবসমাজের বেকারত্বও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে১৭.৮ু থেকে নেমে হয়েছে ১০.২ু, যা আইএলও-এর ২০২৪ সালের বৈশ্বিক গড় ১৩.৩ু-এর চেয়ে অনেক ভালো।

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরবিআই-এর কেএলইএমএস ডাটাবেস অনুসারে, ২০১৭—১৮ সাল থেকে ২০২৩---২৪ সাল পর্যন্ত দেশে মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ ৪৭.৫ কোটি থেকে বেড়ে ৬৪.৩৩ কোটিতে পৌঁছেছে, অর্থাৎ মাত্র ৬ বছরে ১৬.৮৩ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

NOTICE INVITING e-TENDER

PNIT NO.DGM/GTED(R)/2025-26/03 Date:-21/07/2025

On behalf of Tripura Power Generation Limited (TPGL), Deputy General Manager, Gas Thermal Electrical Division, Rokhia invites sealed tender in two parts for the following job;

DNIeT No.	Sl. No.	Description of Work	Estimated Cost	Quantity	Tender Fee	Earnest Money Deposit	Period of completion	Bid Submission end date and opening date
DNIe-T No. DGM/GTED(R)/2025-26/01 Dated: 17/07/2025	1.	Procurement of different IO Pack card of Mark-VIe of Unit # 9 at Gas Thermal Power Station, Rokhia	Rs 61,01,780/- (Rupees Sixty-One Lakh One Thousand Seven Hundred and Eighty) Only	As per BOQ	Rs. 2,000/- (Rupees Two Thousand) only)	Rs. 1,52,545.00/- (Rupees One Lakh Fifty-Two Thousand Five Hundred and Forty-Five) Only	4(Four)Months	07/08/2025 & 08/08/2025
DNIe-T No. DGM/GTED(R)/2025-26/02 Dated: 21/07/2025	2.	Maintenance/replacement by erection of 6-inch dia. new gas pipe line (domain of TPGL) to be connected with pipe line from ONGC GMS including supply of required materials & other related integrity testing along with integrity survey of gas pipeline (domain of TPGL) from GAIL GMS to the last end of each GT Unit# 7, 8 & 9 of Gas Thermal Power Station, Rokhia.	H 51,50,700.00 (Rupees fifty-one lakh fifty thousand seven hundred) only	As per BOQ	Rs. 2,000/- (Rupees Two Thousand) only)	Rs. 1,28,768.00 (Rupees one lakh twenty-eight thousand seven hundred sixty-eight) only	21(twenty-one) days	11/08/2025 & 12/08/2025

The other details related to this tender can be seen and downloaded from the website http://tripuratenders.gov.in.

Notification/Corrigendum / Addendum, if any, will be published only on the above website.

ICA/C/1570/25

Sd/- (Er. V. Jamatia)
Deputy General Manager Gas Thermal Electrical Division, Rokhia, Sepahijala, Tripura ·

NOTICE INVITING TENDER

The undersigned / invites tender/quotation in sealed cover for sale of condemned Tyres, Tubes, Battery, spare parts, QM store articles, Stationary store articles & Signal store articles "AS IS WHERE IS BASIS" on auction.

2. The intending buyer may collect the copies of NIT, Terms & Conditions and list of articles from the office of the Commandant, 2nd Bn TSR, R.K. Nagar on or before 05-08-2025 on free of cost on any working day during office hours. Last date of submission of tender/quotation is upto 1600 hours on 08-08-2025 and will be opened on the same day at 1700 hrs.

ICA/C/1577/25

(Narayan Roy Choudhury)
Commandant
2 Bn Tripura State Rifles.

আয়ুর্বেদ গবেষণায় বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তারে তরুণ গবেষকদের ক্ষমতায়ন

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : আয়ুর্বেদ গবেষণায় বৈশ্বিক মান উন্নীত করতে এবং তরুণ গবেষকদের বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদিক সায়েন্সেস (সিসিআরএএস), আয়ুষ মন্ত্রক, তাদের ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ ''সিসিআরএএস-প্রয়ত্ন --- বৈজ্ঞানিক লিখন কর্মশালার'' দ্বিতীয় সংস্করণের ঘোষণা করেছে। এই কর্মশালার লক্ষ্য হল আয়ুর্বেদের স্নাতকোত্তর, পিএইচ.ডি. এবং পোস্ট-ডক্টরাল স্কলারদের বৈজ্ঞানিক লিখন, পাণ্ডুলিপি তৈরি এবং গবেষণা প্রকাশনার গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাগুলিতে পারদর্শী করে তোলা।

সিসিআরএএস-এর মহাপরিচালক অধ্যাপক রবিনরঞ্জন আচার্য এই উদ্যোগ সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেছেন, "সিসিআরএএস-প্রয়ত্ন উদ্যোগটি আয়ুর্বেদে একটি শক্তিশালী গবেষণা সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রতি আমাদের অটল অঙ্গীকারের প্রতিফলন। এটি তরুণ পণ্ডিতদের উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা দিয়ে ক্ষমতায়ন করছে। হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, বিশেষজ্ঞের নির্দেশনা এবং কাঠামোগত পরামর্শের মাধ্যমে, প্রয়ত্ন স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরাল পণ্ডিতদের বৈশ্বিক মান অনুযায়ী তাদের গবেষণাকে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে সজ্জিত করছে। প্রথম সেশনের উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল এই উদ্যোগের গুরুত্বকে নিশ্চিত করে এবং আমরা আত্মবিশ্বাসী যে আসন্ন কর্মশালাগুলি বিশ্বজুড়ে আয়ুর্বেদ গবেষণার দৃশ্যমানতা এবং প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।"

২০২৪ সালের আগস্ট মাসে শুরু হওয়া প্রয়ত্ন কর্মশালা সিরিজটি আয়ুর্বেদে গবেষণা ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার একটি অগ্রণী প্রচেষ্টা। এটি একাডেমিক গবেষণা এবং বৈশ্বিক প্রকাশনার মানগুলির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। এই উদ্যোগটি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ এবং পিয়ার-রিভিউড প্রতিক্রিয়ার সমন্বয় ঘটায়, যা তরুণ আয়ুর্বেদ পণ্ডিতদের তাদের গবেষণামূলক কাজকে উচ্চ-মানের, প্রকাশযোগ্য নিবন্ধে রূপান্তরিত করতে সক্ষম করে। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে বৈজ্ঞানিক লিখন ক্ষমতা তৈরি করা, গবেষণার দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করা এবং প্রকাশনার প্রস্তুতি উন্নত করা, যা শেষ পর্যন্ত আয়ুর্বেদে একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত প্রমাণ-ভিত্তিক জ্ঞান তৈরিতে অবদান রাখবে। বেলগাভির শ্রী বিএমকে কেএলই আয়ুর্বেদ কলেজে উদ্বোধনী কর্মশালার অসাধারণ সাফল্যের পর, যেখানে একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয়েছিল এবং স্বনামধন্য জার্নালে জমা দেওয়া হয়েছিল, ২০২৫-২৬ সালের জন্য দ্বিতীয় সংস্করণটি একটি জাতীয় আগ্রহ প্রকাশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিচালিত হবে। এই প্রোগ্রামটি একটি বহু-স্তরীয় কাঠামো অনুসরণ করবে, যার মধ্যে রয়েছে সংবেদনশীলতা ওয়েবিনার, নিবন্ধ পর্যালোচনা এবং একটি আবাসিক পাণ্ডুলিপি উন্নয়ন কর্মশালা, যা গভীর সম্পৃক্ততা এবং ফলাফল-ভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করবে।

আগ্রহী আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠানগুলি ত্বত্বন্খন্দ্মন্খাথষ্ঠদ্রথগদ্ধস্থন.ত্বদ্রদ্ব-এ ১৫ই আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে তাদের আগ্রহ প্রকাশ জমা দিয়ে আসন্ন প্রয়ত্ন কর্মশালার আয়োজন করার জন্য আবেদন করতে পারে। প্রমাণ-ভিত্তিক আয়ুর্বেদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সিসিআরএএস গবেষণা এবং একাডেমিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে চলেছে। এর স্বনামধন্য জার্নালগুলিযেমন জার্নাল অফ রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদিক সায়েন্সেস (জেআরএএস), জার্নাল অফ ড্রাগ রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদিক সায়েন্সেস (জেডিআরএএস), এবং জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান মেডিকেল হেরিটেজ (জেআইএমএইচ)আয়ুর্বেদ গবেষণার বিশ্বব্যাপী দৃশ্যমানতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। একটি সমৃদ্ধ গবেষণা সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য, কাউন্সিল এসপিএআরকে (স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য), পিজি-স্টার (স্নাতকোত্তরদের জন্য), অগ্নি (চিকিৎসকদের জন্য), এবং স্মার্ট (শিক্ষকদের জন্য) এর মতো কাঠামোগত প্রোগ্রামগুলিও পরিচালনা করে, এছাড়াও এআরএমএস, গবেষণা পদ্ধতি এবং পরিসংখ্যানে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম রয়েছে। বৈজ্ঞানিক লিখন কর্মশালাগুলি --- যার মধ্যে প্রয়ত্ন সিরিজও রয়েছে — এই ইকোসিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা পাণ্ডুলিপির গুণমান উন্নত করতে এবং প্রকাশনার ফলাফল বাড়াতে ক্লিনিক্যাল, ড্রাগ এবং সাহিত্য গবেষণায় লক্ষ্যযুক্ত, পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref.M.G.Bazar TOP G.D Entry No.14–
dated 22-07-2025

পাশের ছবিটি দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ, বয়স আনুমানিক ২০ বছর, গায়ের রং শ্যামলা, উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, মুখমন্ডল গোলাকার এবং চুলের রং কালো। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জি.বি.পি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য, আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি। উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্টোল- ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) জিবি টিওপি-০৩৮১-২৩৫৫০৯৫

ICA/D-639/25

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

রামঠাকুর কলেজের ভর্তি

● প্রথম পাতার পর

পরিকাঠামোগত আরও উন্নয়নের মাধ্যমে আরও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজকে নিয়ে আসা হবে।

এদিন তিনি বলেন, রামঠাকুর কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়ায় জাল ফি কার্ড প্রদানের অভিযোগ উঠেছে। আমার নজরে বিষয়টি আসতেই সাথে সাথে শিক্ষা দফতরের অধিকর্তাকে তদন্তকারী টিম গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

উদয়পুর শিক্ষা দপ্তরে

● প্রথম পাতার পর

পিসিসি সদস্য প্রদীপ সরকার,ছাত্র নেতা হুমায়ুন মিঞা, অভি কুমার জমাতিয়া, স্বপন নমঃ দাস ও লিটন দাস প্রমুখ। এই ঘটনায় খিলপাড়া এলাকায় ছি: ছি: রব উঠেছে।

জনজাতি বধূর রহস্য মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর স্বামীর পরিবার জানিয়েছেন, সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু তাঁর শরীরে বিশেষ করে পিঠে ও কানে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। তাই প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

অনুপ্রবেশ রুখতে

● প্রথম পাতার পর

স্বাধীন দল। নিজেদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে তারা আজ নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন। এর সঙ্গে তাদের শরিক বিজেপি দলের কোনো যোগ নেই। যদি অন্যান্য দলের বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তাহলে তারা তাদের মত করে আলোচনা করবে।

তিনি বলেন, তিপ্রা মথা দলের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রাজ্যের কথা চিন্তা করে তিনি দলের তরফে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন। এর জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই। অনুপ্রবেশ ইস্যুকে নিয়ে যদি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে হয় তাহলে তিনি সেখানেও যাবেন। বিগত সময়ে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে যে ভুল করা হয়েছে, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক অথবা সামাজিকভাবে একই ভুল যেন না হয় সেই জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পদক্ষেপ নেবে তিপ্রা মথা।

এদিন তিপ্রাসা চুক্তি সম্পর্কেও বলতে গিয়ে প্রদ্যোত কিশোর বলেন, সরকারের সঙ্গে জোটে যাওয়ার একটাই কারণ ছিল তিপ্রাসা চুক্তি। এ চুক্তির ভিত্তিতেই সরকারের সঙ্গে শরিক দলে সামিল হয়েছিল তিপ্রা মথা দল। যদি সরকার এই চুক্তি সম্পন্ন না করে তাহলে সরকারের সঙ্গে তিপ্রা মথা থাকবে কিনা সেই বিষয়েও বিবেচনা করা হবে।

রাজ্যে উপলব্ধ

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারের সাথে কথা বলে তার স্বামীর চিকিৎসার জন্য বিনামূল্যে ঔষুধপত্র প্রদান সুনিশ্চিত করেন। সাবুমের সুকুল মিয়ার স্ত্রী বর্তমানে কিডনিজনিত সমস্যায় ভুগছেন। চিকিৎসকরা তার স্ত্রীর কিডনি প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সুকুল মিয়ার স্ত্রীর চিকিৎসার যাবতীয় কাগজপত্র দেখে রাজ্যেই কিডনির চিকিৎসা করানোর জন্য পরামর্শ দেন। আগরতলার মৌসুমী ভট্টাচার্য্য, কুমারীটিলার ঝর্ণা দাস তার ছেলের চোখের চিকিৎসা, ছৈলেংটার ভবতোষ সরকার এবং আগরতলার মিলনসংঘের শঙ্কর দেব তার ভাইয়ের চিকিৎসায় সাহায্য চাইলে মুখ্যমন্ত্রী তাদের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেন এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সুযোগ নেওয়ারও পরামর্শ দেন। এছাড়াও এদিন করবুকের সঞ্জিব ত্রিপুরা এবং গন্ডাছড়ার থাইয়াং মগ ডাই-ইন-হারনেসে চাকুরির আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তীকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন।

আজকের এই মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা.তপন মজুমদার, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, আই জি এম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. দেবাশ্রি দেববর্মা, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শিরমনি দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিশিষ্ট নাট্যকার রতন থিয়াম

● প্রথম পাতার পর

এবং ১০ লক্ষ টাকার চেক।

১৯৪৮ সালের ২০ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন রতন থিয়াম। পরে পরিবারসহ তিনি ইম্ফলের হাওবাম দেওয়ান লেন-এ বসবাস শুরু করেন। তাঁর পিতা গুরু থিয়াম তরুণকুমার ছিলেন মণিপুরি শাস্ত্রীয় নৃত্যের এক বিশিষ্ট গুরু এবং মাতা বিলাসিনী দেবী নিজেও ছিলেন নামকরা নৃত্যশিল্পী।

ছেলেবেলা থেকেই শিল্প-সংস্কৃতির পরিবেশে বড় হওয়া রতন থিয়াম ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা থেকে নাট্যকলায় স্নাতক হন এবং পরবর্তীতে ভারতের থিয়েটার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। তাঁর কাজ ছিল বহুমাত্রিকনাট্যরচনা, নির্দেশনা, সঙ্গীত সৃষ্টির পাশাপাশি তিনি ছিলেন আলো ও পোশাক পরিকল্পনায় পারদর্শী, স্থপতি, কবি ও চিত্রশিল্পীও।

১৯৭০-এর দশকে শুরু হওয়া ভারতের "থিয়েটার অব রুটস" আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন রতন থিয়াম। এই আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি প্রাচীন ভারতীয় নাট্যরীতিকে আধুনিক প্রসঙ্গের সঙ্গে মেলাতে শুরু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক চক্রব্যূহ ও ঋতুসংহারম প্রাচীন ও সমকালীন ভাবনার এক অপূর্ব মেলবন্ধন তুলে ধরে বিশ্বমঞ্চে প্রশংসিত হয়।

তিনি ১৯৮৭ সালে সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার এবং ১৯৮৯ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। পরবর্তীতে তিনি ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা-র পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন এবং সংগীত নাটক আকাদেমি-র উপ-সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভল্লা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিং-সহ বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতা রতন থিয়ামের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং বলেন, "রতন থিয়াম শুধু একজন নাট্যকার ছিলেন না, তিনি মণিপুরের আত্মার প্রতিধ্বনি ছিলেন। তাঁর কাজ আমাদের সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে পরিচিত করেছে।"

মণিপুর বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি অধিকারিময়ুম শারদা দেবী বলেন, "তিনি ছিলেন এমন এক কিংবদন্তি যিনি এনএসডি-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র শিল্পী।" তিনি আরও জানান, থিয়ামের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নাগাল্যান্ড বিজেপি নেতা এমমোনলুমো কিকন রতন থিয়ামকে ভারতের "ইউজিন ইয়োনেস্কো" বলে অভিহিত করে বলেন, "তাঁর রেখে যাওয়া থিয়েটারের ঐতিহ্য পূরণ করা প্রায় অসম্ভব।"

শিল্পী, সাহিত্যিক, থিয়েটার কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও এই মহীরুহের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। থিয়ামের মৃত্যুতে শুধু মণিপুর নয়, গোটা দেশ হারাল এক অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদকে।

রতন থিয়াম-এর জীবন ও কর্ম ভারতের নাট্যচর্চাকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছে, তা চিরকাল দেশ ও বিশ্বের মঞ্চে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে।

রাজ্যে ৩০টি ব্লক

● প্রথম পাতার পর

একটি গাড়ি প্রদান করেন, যার মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণ ও আমদানি-রপ্তানি সহজ হবে।

পরে কৃষিমন্ত্রী বলেন আমাদের রাজ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই কৃষিতে স্বনির্ভরতা মানেই রাজ্যের সার্বিক স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলা। সেই লক্ষ্যে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর দিনরাত কাজ করে চলেছে।

তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যের ৫৮টি ব্লকের মধ্যে ৩০টি ব্লক খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর।

মন্ত্রী আরও বলেন, কৃষিতে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য কৃষি পরিকাঠামোর উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার বিভিন্ন গ্রামীণ কৃষি বাজার ও নিয়ন্ত্রিত কৃষি বাজারগুলোর উন্নয়নে পরিকল্পিত উদ্যোগ নিচ্ছে। মন্ত্রী জানান ভারতের মূল ভিত হল কৃষি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারবার বলেন কৃষি উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন অসম্ভব। তিনি চান ভারত হোক বিশ্বের খাদ্যভাণ্ডার। এক সময় আমেরিকা চাল-গম পাঠানো বন্ধ করলে আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। আর এখন মোদীজির নেতৃত্বে আমরা অন্যান্য দেশে খাদ্যশস্য রপ্তানি করি।

তিনি জানান কৃষি শুধু ধানচাষ নয় মৎস্য ও পশুপালনও এর অন্তর্ভুক্ত। আজ আমরা চীন, ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান সহ বিভিন্ন দেশে মাছ রপ্তানি করছি। ওমান, আরব দেশ, কাতারে ডিম রপ্তানি হচ্ছে। দুধ যাচ্ছে আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, ভুটানসহ বিভিন্ন দেশে। বাংলাদেশে চাল, গম, চিনি, আদা, রসুন, মসলা রপ্তানি হচ্ছে। এখন ধান, মাছ, ডিম, দুধ এইসব বিষয়ে আমরা অনেকটাই স্বনির্ভর।"

মন্ত্রী আরো বলেন যে বর্তমান সরকার মানুষের চাহিদা প্রকাশের আগেই প্রয়োজনীয়তা বুঝে সাহায্য করে। বর্তমান সরকার রাজনীতির রঙ দেখে সুবিধা দেয় না। ২০১৮ সালের আগে কেউ ঘর, রাস্তা, জল সংযোগ এসব সহজে পায়নি। কিন্তু আজ সাধারণ মানুষ সরকারের সাহায্য পাচ্ছে। কৃষকদের পাম অয়েল চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। জমি পরিষ্কার থেকে শুরু করে চারা উৎপাদনসবই করছে রাজ্য সরকার।

বিশিষ্ট নাট্যকার ও থিয়েটার ব্যক্তিত্ব রতন থিয়াম প্রয়াত

ইম্ফল, ২৩ জুলাই : ভারতের প্রখ্যাত নাট্যকার, নাট্য নির্দেশক এবং থিয়েটার জগতের অন্যতম পথিকৃত রতন থিয়াম আজ বুধবার ভোররাতে মণিপুরের ইম্ফলে অবস্থিত রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস -এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে।

রতন থিয়ামের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মণিপুরসহ সমগ্র ভারতবর্ষের শিল্প-সংস্কৃতি মহল। মণিপুর সরকার ২০২৫ সালে তাঁকে রাজ্যের সর্বোচ্চ সংস্কৃতি সম্মান লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে সম্মানিত করেছিল। এই সম্মানের অন্তর্ভুক্ত ছিল একটি মানপত্র, একটি উত্তরীয় এবং ১০ লক্ষ টাকার চেক। ১৯৪৮ সালের ২০ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন রতন থিয়াম। পরে পরিবারসহ তিনি ইম্ফলের হাওবাম দেওয়ান লেন-এ বসবাস শুরু করেন। তাঁর পিতা গুরু থিয়াম তরুণকুমার ছিলেন মণিপুরি শাস্ত্রীয় নৃত্যের এক বিশিষ্ট গুরু এবং মাতা বিলাসিনী দেবী নিজেও ছিলেন নামকরা নৃত্যশিল্পী।

ছেলেবেলা থেকেই শিল্প-সংস্কৃতির পরিবেশে বড় হওয়া রতন থিয়াম ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা থেকে নাট্যকলায় স্নাতক হন এবং পরবর্তীতে ভারতের থিয়েটার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। তাঁর কাজ ছিল বহুমাত্রিকনাট্যরচনা, নির্দেশনা, সঙ্গীত সৃষ্টির পাশাপাশি তিনি ছিলেন আলো ও পোশাক পরিকল্পনায় পারদর্শী, স্থপতি, কবি ও চিত্রশিল্পীও। ১৯৭০-এর দশকে শুরু হওয়া ভারতের "থিয়েটার অব রুটস" আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন রতন থিয়াম। এই আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি প্রাচীন ভারতীয় নাট্যরীতিকে আধুনিক প্রসঙ্গের সঙ্গে মেলাতে শুরু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক চক্রব্যূহ ও ঋতুসংহারম প্রাচীন ও সমকালীন ভাবনার এক অপূর্ব মেলবন্ধন তুলে ধরে বিশ্বমঞ্চে প্রশংসিত হয়।

তিনি ১৯৮৭ সালে সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার এবং ১৯৮৯ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। পরবর্তীতে তিনি ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা-র পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন এবং সংগীত নাটক আকাদেমি-র উপ-সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভল্লা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিং-সহ বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতা রতন থিয়ামের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং বলেন, "রতন থিয়াম শুধু একজন নাট্যকার ছিলেন না, তিনি মণিপুরের আত্মার প্রতিধ্বনি ছিলেন। তাঁর কাজ আমাদের সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে পরিচিত করেছে।"

মণিপুর বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি অধিকারিময়ুম শারদা দেবী বলেন, "তিনি ছিলেন এমন এক কিংবদন্তি যিনি এনএসডি-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র শিল্পী।" তিনি আরও জানান, থিয়ামের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নাগাল্যান্ড বিজেপি নেতা এমমোনলুমো কিকন রতন থিয়ামকে ভারতের "ইউজিন ইয়োনেস্কো" বলে অভিহিত করে বলেন, "তাঁর রেখে যাওয়া থিয়েটারের ঐতিহ্য পূরণ করা প্রায় অসম্ভব।"

শিল্পী, সাহিত্যিক, থিয়েটার কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও এই মহীরুহের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। থিয়ামের মৃত্যুতে শুধু মণিপুর নয়, গোটা দেশ হারাল এক অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদকে। রতন থিয়াম-এর জীবন ও কর্ম ভারতের নাট্যচর্চাকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছে, তা চিরকাল দেশ ও বিশ্বের মঞ্চে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সারা ভারত কৃষক সভার উদ্যোগে কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়কের কাছে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ২৩ জুলাই: আজ সোনামুড়ার দুটি স্থানে সিপিআইএমের অঙ্গ সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিমূলক একাধিক দাবি নিয়ে কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়কের কাছে প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। দুর্লভ নারায়ন অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে কৃষি তত্ত্বাবধায়কের কাছে পাঁচ দফা দাবিতে প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। অপরদিকে সোনামুড়া কৃষি তত্ত্বাবধায়কের কাছে ১০ দফা দাবিতে প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন প্রদান করা হয় রবীন্দ্রনগর অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে। প্রথম দাবি হচ্ছে, সোনামুড়া ধান বাজারে সামান্য বৃষ্টি হলেই কৃষকদের সবজি থেকে শুরু করে নানা ফসল নিয়ে বিক্রি করার মতন পরিস্থিতি থাকেনা। একেবারে জলকাদায় একাকার হয়ে যায়। গত ২০২৪ ইং এর বন্যায় যে সমস্ত কৃষকের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তারা এখনো সাহায্য পায়নি। সরকারের কাছ থেকে। কৃষি দপ্তর থেকে সময় মত উন্নত মানের বীজ পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় না প্রয়োজনীয় কীটনাশক ঔষধ এবং সার। বাধ্য হয়ে কৃষকরা অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে বাজার থেকে ক্রয় করতে হয়। এসআরআই পদ্ধতিতে এখন আর রোয়া লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। কারণ কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে কৃষকদের নিয়ে নেই কোন কর্মশালা। আগের মতন কৃষি দপ্তরের কর্মীরা মাঠে নামিয়ে হাতে কলমে দেখিয়ে দেওয়া এটাও বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ এক কথায় কৃষক নিজেদের উদ্যোগে এখনো কৃষি কাজ প্রচলন রেখেছে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী কৃষক দপ্তরের কাছ থেকে সহযোগিতা না পেলে আগামী দিন কৃষিকাজ করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আধিকারিক তাদের দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন প্রতিনিধি দলকে।

চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেয় ট্রাফিক পুলিশ

আগরতলা, ২৩ জুলাই : চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর আজ বাইক প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেন ট্রাফিক ।তবে চুরিকান্ডের সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্তকে আটক করতে পারলো না পুলিশ। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন ট্রাফিক ডিএসপি দীপক কুমার সরকার। ঘটনার বিবরণে এই বিষয়ে ট্রাফিক পুলিশের ডি এস পি দীপক কুমার সরকার জানান, গত ১৯ তারিখে নিশ্চিন্তপুর ঈশান চন্দনগর স্কুলের সামনে থেকে একটি বাইক চুরি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বাইকের মালিক আমতলী থানায় একটি চুরির মামলা করেন। গতকাল ট্রাফিক অভিযানের সময় বটতলা এলাকা থেকে ওই চুরি যাওয়া বাইকটি উদ্ধার করে ট্রাফিক পুলিশ। আজ বাইকের মালিকের হাতে ট্রাফিক দপ্তরের পক্ষ থেকে বাইকটি তুলে দেওয়া হয়।

পুর নিগমের ৩৫ নং ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপন করলেন মেয়র

আগরতলা, ২৩ জুলাই: আজ সদর শহর জেলা উদ্যোগে 'এক পেড় মাকে নাম' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগরতলা পুর নিগমের ৩৫ নং ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র তথা স্থানীয় বিধায়ক দীপক মজুমদার, সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। এদিনের এই কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, সদর শহর জেলার উদ্যোগে আগরতলা ৭ রামনগর মন্ডলের অন্তর্গত পুর নিগমের ৩৫ নং ওয়ার্ডে এদিন বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকে সাড়া দিয়ে গোটা রাজ্যব্যাপী এই কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রতিটি জেলা মহকুমায় এই বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশের ভারবজায় রাখা হবে বলে জানান মেয়র।

বর্ণবাদী হামলার শিকার ভারতীয় ছাত্র: অ্যাডিলেডে যুবককে নির্মমভাবে মারধর

অ্যাডিলেড, ২৩ জুলাই : সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রবাসী ভারতীয়দের উপর ধারাবাহিকভাবে ঘটে যাওয়া বর্ণবিদ্বেষী হামলা ভারতীয় অভিবাসীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ।অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেডে এক ২৩ বছর বয়সী ভারতীয় ছাত্র বর্ণবাদী হামলার শিকার হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। এই ঘটনা অস্ট্রেলিয়া জুড়ে ভারতীয় ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ৯নিউজ এই খবর জানিয়েছে।

গত ১৯শে জুলাই, শনিবার, স্থানীয় সময় রাত প্রায় ৯টা ২২ মিনিটে, চরণপ্রীত সিং তাঁর স্ত্রীর সাথে শহরের কেন্দ্রস্থলে কিনটোর অ্যাভিনিউ-এর কাছে তাদের গাড়িটি পার্ক করেছিলেন "ইলুমিনেট" আলোকসজ্জা দেখতে। পুলিশ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, তাদের গাড়ির পাশে একটি গাড়ি এসে থামে এবং সেখান থেকে পাঁচজন লোক নেমে আসে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের হাতে ধাতব নকুল অথবা ধারালো বস্তু ছিল বলে অভিযোগ। তারা সিংকে তার গাড়ি সরাতে বলে।

কোনওরকম উস্কানি ছাড়াই, হামলাকারীরা বর্ণবাদী গালিগালাজ করতে শুরু করে, সিংকে 'ফাক অফ, ইন্ডিয়ান' বলে চিৎকার করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তার উপর হিংসাত্মক হামলা চালায়। গাড়ির জানালার মধ্য দিয়ে সিংকে ঘুষি মারা হয়, মাটিতে ফেলে লাথি মারা হয় এবং অস্ত্র ও খালি হাতে তার উপর আক্রমণ করা হয়। ৯নিউজ-এর বরাত দিয়ে তিনি বলেন, 'তারা শুধু "ফাক অফ, ইন্ডিয়ান" বলেছিল, এবং তারপরই তারা ঘুষি মারতে শুরু করে।' 'আমি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মারধর করে।'

সিংকে দ্রুত রয়্যাল অ্যাডিলেড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার মস্তিষ্কে আঘাত, মুখের একাধিক হাড় ভাঙা, নাক ভাঙা এবং চোখে গুরুতর আঘাত ধরা পড়ে। তাকে রাতারাতি হাসপাতালে থাকতে হয় এবং অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় ।দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া পুলিশ রাত ৯টা ৩০ মিনিটের কিছু আগে পাওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং সিংকে গুরুতর আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে। রবিবার তারা এনফিল্ডের ২০ বছর বয়সী এক যুবককে গ্রেপ্তার করে এবং তার বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ আনে। সন্দেহভাজনকে পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় এবং কর্তৃপক্ষ বাকি চার হামলাকারীর সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে। পুলিশ ব্যস্ত এলাকাটি থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে, যেখানে ভালোভাবে আলোকিত রাস্তা এবং সাংস্কৃতিক স্থান ও অ্যাডিলেড বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পাবলিক ক্যামেরা রয়েছে ।হামলার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। হাসপাতাল থেকে সিং ৯নিউজ-কে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা ঘটলে মনে হয় যেন ফিরে যাওয়া উচিত... আপনি আপনার শরীরের সবকিছু পরিবর্তন করতে পারেন, কিন্তু গায়ের রঙ পরিবর্তন করতে পারবেন না।'

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার প্রিমিয়ার পিটার মালিনাউস্কাস এই সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন, এটিকে 'গভীরভাবে উদ্বেগজনক' বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে এই ধরনের বর্ণবাদী হামলার 'আমাদের রাজ্যে কোনো স্থান নেই।' প্রিমিয়ার বলেন, 'যখনই আমরা কোনো বর্ণবাদী হামলার কোনো প্রমাণ দেখি, তা আমাদের রাজ্যে সম্পূর্ণভাবে অপ্রত্যাশিত এবং আমাদের সম্প্রদায়ের অধিকাংশের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।' আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনের একটি শহরতলীতে "নির্বোধ, বর্ণবাদী সহিংসতা" হিসেবে পরিচিত এক হামলায় ৪০ বছর বয়সী এক ভারতীয় ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আয়ারল্যান্ডে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হামলাকারীদের বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন। স্থানীয় রিপোর্ট অনুযায়ী, হামলার শিকার ব্যক্তি মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে আয়ারল্যান্ডে এসেছিলেন। গত শনিবার সন্ধ্যায় টাল্লাঘটের পার্কহিল রোডে তিনি হামলার শিকার হন। আয়ারল্যান্ডের পুলিশ, যারা গার্দাই নামে পরিচিত, এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। "আইরিশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট" সংবাদপত্র জানিয়েছে যে, ফাইন গায়েল পার্টির টাল্লাঘট সাউথের কাউন্সিলর বেবি পেরাপ্পাডান সোমবার ওই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি এখনও 'স্তম্ভিত' অবস্থায় রয়েছেন।

ব্যাঙ্কের গোল্ড লোন নিয়ে প্রতারণার শিকার গ্রাহক, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: এবার ব্যাংক থেকে গোল্ড লোন নিয়ে বড়সড় প্রতারণার শিকার হলেন এক গ্রাহক, এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা রাজধানীর পোস্ট অফিস চৌমুহনী স্থিত অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক আগরতলা শাখায়।

রেশম বাগান এলাকার বাসিন্দা রানা দেবনাথ জানান, তিনি ব্যাংক থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন এক বছর আগে। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সোনার গয়না এই লোনে জমা রেখেছিলেন ব্যাংকের কাছে। আজ নিজের লোন পরিশোধ করে নিজের সোনা নিয়ে যেতে গেলে ব্যাংক স্বর্ণালংকার ফিরিয়ে দিতে বিভিন্ন টালবাহানা করছে বলে অভিযোগ। গত একমাস ধরে বিভিন্নভাবে তালবাহানা করে চলেছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। অবশেষে আজ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চড়াও হন ওই ব্যক্তি। ব্যাংকের ম্যানেজার আগামীকাল তাকে ব্যাংকে এসে দেখা করতে বলেন। তার দাবি অবিলম্বে যেন স্বর্ণালংকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এখন দেখার আগামীকাল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহন করে।

শিশু উদ্যানের সংলগ্ন ভেন্ডার জোনে ১২টি স্বাস্থ্যবিধি নিয়ম মেনে স্বাস্থ্যকর খাদ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: ত্রিপুরা আরবান লিভলিহুড মিশন ও পুর নিগমের যৌথ উদ্যোগে শিশু উদ্যানের সামনে ভেন্ডার জোনে ১২টি স্বাস্থ্যবিধি নিয়ম মেনে স্বাস্থ্যকর খাদ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। বুধবার শিশু উদ্যানের সামনে ভেন্ডার জোনে স্বাস্থ্যকর খাদ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের ওয়েস্ট জোন চেয়ারম্যান রত্না দত্ত, পুর নিগমের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রামেশ্বর চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। এই কর্মসূচি সম্পর্কে রত্না দত্ত বলেন, যারা গ্রাহক ভেন্ডার জুন থেকে বিভিন্ন জিনিস কিনে খাচ্ছেন খাবারটা যেন স্বাস্থ্যকর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বিক্রেতাদের। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কথা চিন্তা করে নিগম বিভিন্ন জায়গায় ভেন্ডার জুন নির্মাণ করে দিচ্ছে। সেই সকল জায়গায় বিভিন্ন ফাস্ট ফুড আইটেম নিয়ে বসে বিভিন্ন দোকানীরা। মূলত সেই সকল খাবারের মান যেন স্বাস্থ্যকর হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এরকমের শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ভারতীয় মজদুর সংঘের ৭০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন সোনামুড়া বিএমএস শাখার উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৩ জুলাই: ভারতীয় মজদুর সংঘের ৭০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয় সোনামুড়া বি এম এস শাখার উদ্যোগে। বুধবার সকালে সোনামুড়া মোটর স্ট্যান্ডে শ্রমিক সংঘের কার্যালয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের ৭০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়। প্রথমে বি এম এস এর পতাকা উত্তোলন এবং ভারত মাতা, প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এরপর সামাজিক কর্মসূচি হিসেবে, সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় সোনামুড়া মোটরস্ট্যান্ডে বিএমএস সম্পাদক ইউসুফ মিয়া নেতৃত্বে সামাজিক কর্মসূচি আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাতা দিবস পালন করা হয়।, এর আগে ২২ শে জুলাই প্রতিষ্ঠাতা দিবসকে কেন্দ্র করে, স্বচ্ছ ভারত অভিযানও করা হয় ।প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মুমূর্ষ রোগীদের পাশাপাশি, সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তারদেরও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। , সোনামুড়ার সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিশিষ্ট ডাক্তার প্রাপ্ত প্রতিমের হাতে মিষ্টি তুলে দেন বিএমএস সম্পাদক ইউসুফ মিয়া। শুধু প্রতিষ্ঠাতা দিবস নয়, সোনামুড়া বিএমএস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে সফলতার সঙ্গে পালন করে। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিএমএস রাজ্য কমিটির সদস্য সজল দেব, সোনামুড়া বিএমএস সম্পাদক, ইউসুফ মিয়া, রাজ্যের সংখ্যালঘু নেতা বিল্লাল মিয়া,সিপাহীজলা জেলার দক্ষিণাঞ্চের ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি উত্তম দাস, সুনামুরা নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন শারদা চক্রবর্তীর সহ অন্যান্যরা।

বিলোনিয়ায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহন করলেন সর্বঅংশের জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৩ জুলাই: বিলোনিয়া যোগমায়া কালিবাড়ির উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে সকলে উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করলেন। শুধুমাত্র গাড়ি চালকেরা নয় সাংবাদিক অশোক দাসগুপ্ত , আইনজীবী সুমন নাগ সহ কিছু সীমান্তরক্ষীবাহিনী, সেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য, ঋষ্যমুখ মন্ডল সভাপতি নকুল পাল ও দলের কার্যকর্তারা যোগমায়া কালিবাড়ী কমিটির আহ্বানে উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। মুমূর্ষ রোগীদের বাঁচাতে রক্তদানে এগিয়ে আসুন এই আহ্বানে ১০৮ তম দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে মহৎ কর্মসুচি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলো বিলোনিয়া যোগমায়া কালিবাড়ি কমিটি। বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, শিক্ষা স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, যোগমায়া কালিবাড়ি কমিটির সভাপতি ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ , সমাজসেবি দ্বীপায়ন চৌধুরী, গৌতম সরকার সহ অন্যান্য অতিথিরা। উপস্থিত অতিথিরা যোগমায়া কালিবাড়ি কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন এই রক্তদান আগামী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি উপস্থিত রক্তদাতাদের অভিনন্দন জানান আলোচনার মাধ্যমে। এরপর অতিথিরা রক্তদান শিবিরে উপস্থিত রক্তদাতাদের উৎসাহিত করে, বুকে ব্যাস ও মোমেন্টু সহ সার্টিফিকেট হাতে তুলে দিয়ে সংবর্ধিত করেন। যোগমায়া কালিবাড়ি কমিটির সভাপতি ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ বলেন ১০৮ তমো দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়া হয়েছে। ধারাবাহিক ভাবে চলবে একেরপর এক। সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে বস্ত্র দান, সাফাই অভিযান,মেগা স্বাস্থ্য শিবির সহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড।

অসমীয়া সাহিত্যজগতেরপ্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব ডঃ বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য প্রয়াত, বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর

নলবাড়ি, ২৩ জুলাই অসমীয়া সাহিত্য জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, বিশিষ্ট লেখক, কবি, শিক্ষাবিদ ও সমালোচক ডঃ বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য বুধবার সকালে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতাজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে। ১৯৪২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি নলবাড়ি জেলার এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ডঃ ভট্টাচার্য। গ্রামীণ বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে পরবর্তীতে কটন কলেজ ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। কিছুদিন গৌহাটি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও, শারীরিক অসুস্থতার কারণে পড়া মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যের দিকে মনোনিবেশ করেন। অসমীয়া ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে তিনি নলবাড়ি কলেজে অসমীয়া বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন এবং ২০০২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ঐ পদে দায়িত্ব পালন করেন। সাহিত্যিক হিসেবে ডঃ ভট্টাচার্য ছিলেন বহুপ্রজ। তাঁর লেখা বহু স্বীকৃত গল্পসংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রোটেস্ট, দ্য স্কাই ইজ ব্লু, অ্যাটাচড ভয়েস এবং ফ্রাগমেন্টস অফ ড্রিমস এন্ড নাইটমেয়ার্স। পাশাপাশি কবিতার জগতে ইওর হার্ট'স ওয়ার্মথ এবং সামটাইমস অ্যালোন ইন টি ডেজার্ট তাঁর কবি-প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর লেখায় ছিল গভীর মানবিকতা, বর্ণময় অনুভূতি ও চিন্তার দীপ্তি।

উদয়পুরে আক্রান্ত কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: আর কে পুর বিধানসভা কেন্দ্রের শালগড়া এলাকায় গত ২০ শে জুলাই কংগ্রেস কর্মী হাসান আলীর বাড়িতে দুষ্কৃতকারীরা বাড়ি ঘর ভাংচুর করে তাণ্ডব চালিয়েছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন হাসান আলীর স্ত্রী ফিরোজা বেগম সহ দুবছরের শিশু,বড় ভাই ,ভাবি, ভাগিনা সহ অনেকেই। আজ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা শালগড়াস্থিত হাসান আলীর বাড়ি সফর করেন। সাথে ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি টিটন পাল, প্রদেশ কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক মিলন কর, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি সাম্রাট দাস।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন, রাজ্যজুড়ে বিভাজনের রাজনীতি চলছে। সংখ্যালঘু স্তরের মানুষের উপর আক্রমণ শানিত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে ঢুকে বাচ্চা সহ মহিলাদের উপর এ ধরনের আক্রমণ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এর বিরুদ্ধে প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক, দাবি জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তর এবং বিধান শিশু উদ্যান অন্বেষা সংস্থার পক্ষ থেকে সবজি বীজ বপন, ফলের গাছ রোপণ সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৩ জুলাই: বুধবার বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তর এবং বিধান শিশু উদ্যান অন্বেষা সংস্থার পক্ষ থেকে ধলাই জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সবজি বীজ বপন, ফলের গাছ রোপণ করা হয়। বুধবার কমলপুর পিএম শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তর থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিধান রায়, পি এম শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুফল শুক্ল বৈদ্য, শিক্ষক পঙ্কজ দেবরায় সহ অন্যান্য শিক্ষাক শিক্ষিকা ও বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

এবিষয়ে বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিধান রায় বলেন, বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে গিয়ে বিদ্যালয়ের সুন্দর্য্যায়ানের জন্য ফলের বৃক্ষ রোপন ,কিচেন গার্ডেন করা যাতে করে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলের বাচ্চারা মিড ডে মিল গ্রহণ করতে পারে। সে সুবাদে আজ ধলাই জেলার হরচন্দ্র দ্বাদশ বিদ্যালয় বিভিন্ন প্রোগ্রাম সেরে পিএম শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের এসে বিভিন্ন ফলের গাছ রোপণ করা হয়। তাছাড়া, বিধান শিশু উদ্যান অন্বেষা সংস্থার পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীরা শ্রম দান তাদের শংসা পত্র দেওয়া হয়।

রাতের আঁধারে গৃহস্থের বাড়িতে চুরি

আগরতলা, ২৩ জুলাই : রাতের আঁধারে হাত সাফাই করল চোরের দল। গতকাল রাতে মেলাঘর কলম ক্ষেত স্কুল সংলগ্ন এক গৃহস্থের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে রাবার সিট এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।ঘটনার বিবরণে বাড়ির মালিক অলক মল্লিক বলেন, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন তার ঘরের টিনের বেড়ার পিছন দিয়ে কেটে ঘরে প্রবেশ করেছে চোরের দল। চোরের দল হানা দিয়ে রাবার সিট, অন্যান্য সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। সাথে সাথে তিনি পুলিশকে খবর দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, আগেও একবার চুরি হয়েছিল তাঁর বাড়িতে। তার ঘরের বেড়া টিন কেটে ঘরে প্রবেশ করে রাবারের সিট সহ আলমারি ভেঙে জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করে কিছু সিটি গোল্ডের হার নিয়ে যায়।

রক্তের চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার্থে জনগনকে রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে : মেয়র

আগরতলা, ২৩ জুলাই : রক্তের চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার্থে জনগনকে রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে। আজ ওএনজিসি এমপ্লয়িস ইউনিয়ন অফ ত্রিপুরার পক্ষ থেকে এক রক্তদান শিবিরে এমনটাই বলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন, রাজ্যের হাসপাতালগুলির ব্লাড ব্যাঙ্কে যেন কোন প্রকার রক্তের ঘাটতি না দেখা দেয় সেই লক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়ে থাকে। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী ডাকে সাড়া দিয়ে আপামর জনগণ রক্তদানে এগিয়ে এসেছে। এই ধরণের রক্তদান শিবিরের জন্য সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের স্বল্পতা দূরীকরণে অনেকটাই সাহায্য হয়েছে।

এনজেপিতে "বল বম" স্পেশাল ট্রেন নিয়ে তীব্র ক্ষোভ, যাত্রীদের বিক্ষোভে অচল অবস্থা

ডিব্রুগড়, ২৩ জুলাই নতুন জলপাইগুড়ি স্টেশনে মঙ্গলবার দুপুরে উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যখন ০৫৯২৫ দেওঘর জংশন—ডিব্রুগড় টাউন 'বল বম' স্পেশাল ট্রেনের যাত্রীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। যাত্রীদের অভিযোগ, ট্রেনের ভিতরের পরিস্থিতি এতটাই শোচনীয় ছিল যে ধর্মীয় তীর্থযাত্রা কার্যত এক বিভীষিকায় পরিণত হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃক পরিচালিত এই ট্রেন সোমবার রাত ১০টা ১৭ মিনিটে দেওঘর থেকে রওনা দেয়। ট্রেনে থাকা বহু তীর্থযাত্রী, যাঁদের অনেকে বয়স্ক এবং শিশুসহ পরিবার নিয়ে যাত্রা করছিলেন, তাঁরা জানানএসি কাজ করেনি, সিলিং ফ্যান ভাঙা, আলো পর্যাপ্ত ছিল না, এমনকি শৌচালয়ে জল ছিল না। পুরো যাত্রাপথজুড়ে নোংরা পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষিত হয়েছে বলে অভিযোগ।

টানা ১৫ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এই যাত্রী দুর্ভোগ চলার পর, অবশেষে এনজেপি স্টেশনে যাত্রীরা নেমে প্ল্যাটফর্মে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তারা দাবি করেন, কাটিহার রেল ডিভিশনের পক্ষ থেকে কোনও আধিকারিক ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেননি। একজন ক্ষুব্ধ যাত্রী বলেন, "এসি চলছে না, টয়লেটে জল নেই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বলে কিছু নেই। দেওঘর থেকে চিৎকার করে জানানো হয়েছে, কিন্তু কেউ কোনও সাহায্য করেনি। এটা কি তীর্থযাত্রীদের প্রাপ্য?" আরেকজন বলেন, "এটা শুধু একটা ট্রেন নয়, এটা তীর্থযাত্রীদের জন্য স্পেশাল ট্রেন। ন্যূনতম সুবিধাগুলোর নিশ্চয়তা না দিলে কেন এই বিশেষ পরিষেবা?"

ট্রেনটি তখনও অসমের ডিব্রুগড়ের গন্তব্যে পৌঁছাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাকি। এদিকে, গৌহাটির এনএফআর সদর দফতর বা কাটিহার ডিভিশনদুটো দিক থেকেই কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। যাত্রীদের অভিযোগ, রেল কর্তৃপক্ষের চরম অব্যবস্থাপনা ও অবহেলা এই সমস্যার মূল কারণ।

এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে, তীর্থযাত্রীদের জন্য চালু হওয়া বিশেষ ট্রেনগুলোর পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে রেলের প্রস্তুতি কতটা দায়িত্বশীল? এমনকি, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্পন্ন যাত্রার ক্ষেত্রেও যদি যাত্রীদের এইভাবে ভোগান্তির শিকার হতে হয়, তবে রেল কর্তৃপক্ষের দায় কোথায়?

পরিস্থিতি নিয়ে রেলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া না গেলেও, ক্ষুব্ধ যাত্রীদের বক্তব্যে স্পষ্টএটাই একমাত্র 'বল বম' ট্রেন নয়, সারা দেশের স্পেশাল ট্রেন ব্যবস্থাপনার প্রতি এই ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

ক্রীড়াঙ্গন

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা অনূর্ধ ১৮ ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। সুদৃশ্য বৃহৎ মাপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স ট্রফির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন হলো আজ। অংশগ্রহণকারী ১৪ টি ক্লাবদলের অধিনায়ক এবং পুরো টিমের আনুষ্ঠানিক পরিচিতি পর্বে একদিকে যেমন নতুনত্বের ছোঁয়া এসেছে। অপরদিকে আগামী দিনের প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের জন্য দারুন এক উৎসাহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে আজ, বুধবার সকালে এমবিবি স্টেডিয়ামে এক দারুন অভিনব অনুষ্ঠানের নজির তৈরি করেছে। প্রতিটি ক্লাব দলের খেলোয়াড়, কোচ, ম্যানেজার, ফিজিও সহ কুড়িজন করে প্রায় ৩০০ জন অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেটারদের এক সারিতে শামিল করার উদ্যোগটা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদের যোগ্য। আগামী দিনে অনূর্ধ ১৯ রাজ্য দলের হয়ে জাতীয় আসরে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে তাদের থেকেই একাধিক কেউ রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে বলে প্রত্যাশা রাখা যেতে পারে। প্রথম বারের মতো অনূর্ধ ১৮ ক্লাব ক্রিকেট শুরু হচ্ছে আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) থেকে। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে মোট ১৪টি ক্লাব দল। দলগুলিকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।

এর মধ্যে এ-গ্রুপে রয়েছে সংহতি ক্লাব, চলমান সংঘ, ব্লাড মাউথ ক্লাব, ইউনাইটেড বিএসটি, হার্ভে ক্লাব, মৌচাক ক্লাব ও ওপিসি (ওল্ড প্লে সেন্টার)। অন্যদিকে বি-গ্রুপে রয়েছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, জেসিসি (জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব), কসমোপলিটন, স্ফুলিঙ্গ, শতদল সংঘ, পোলস্টার ও বিসিসি (বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব)। খেলা হবে আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়াম, নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ড, টিআইটি, মেলাঘরস্থিত শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দান, বামুটিয়ায় তালতলা স্কুল মাঠে। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) প্রথম দিন পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে চলমান সংঘ বনাম ব্লাডমাউথ, এমবিবি স্টেডিয়ামে জে সি সি বনাম কসমোপলিটন, টি আই টি মাঠে সংহতি বনাম হার্ভে এবং বামুটিয়া তালতলা স্কুল মাঠে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস বনাম শতদল সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। গ্রুপ লীগের লড়াই শেষ হবার পর ১৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। ২০ আগস্ট দুটি সেমিফাইনাল এবং ২২ আগস্ট আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ম্যাচ।

আজ, বুধবার সকালে এমবিবি স্টেডিয়ামে আয়োজিত অভিনব অনুষ্ঠানে অধিনায়ক হিসেবে বিসিসি-র জয়ন্ত বিশ্বাস, ব্লাড মাউথের রুদ্র সেনগুপ্ত, চলমান সংঘের অর্কজিৎ পাল, কসমোপলিটনের দীপঙ্কর ভাটনগর, হারভে-র অর্কজিৎ সাহা, জেসিসি-র মাহিন চৌধুরী, মৌচাকের সিদ্ধার্থ দেবনাথ, ওপিসি-র সৌরভ সূত্রধর, পোলস্টারের আয়ুষ দেবনাথ, সংহতি-র মাহির্নব লস্কর, শতদল সংঘের সোহেল মিয়া, স্ফুলিঙ্গ-র সৌরদীপ দেববর্মা, ইউনাইটেড বিএসটি-র নীতিশ সাহানি, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর কিষান সরকার প্রত্যেকে পুরো টিম নিয়ে পরিচিতি পর্বে ট্রফি নিয়ে ফটোসেশনে টুর্নামেন্টে দারুন খেলার উৎসাহ পেয়েছে। একই অনুষ্ঠানে টিসিএ-র পক্ষ থেকে ১৭ টি কোচিং সেন্টার ও প্লে সেন্টারকে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে ২৪ টি করে বল প্রদান করা হয়েছে।

টি সি এ-র সভাপতি তপন লোধ, সহ-সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা, সচিব সুব্রত দে, কোষাধ্যক্ষ বাসুদেব চক্রবর্তী প্রমুখ এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্য ক্রীড়া আঙিনায় ক্রিকেটের মান উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে অকুত্রিম অঙ্গীকারের বার্তা তুলে ধরেছেন।

১৫তম জাতীয় সাব জুনিয়র হকি টুর্নামেন্টের জন্য রাজ্য দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ১৫ তম জাতীয় সাব জুনিয়র হকি চ্যাম্পিয়নশিপ এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে উত্তরপ্রদেশে। আগামী এত থেকে এত আগস্ট আয়োজিত এই টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে ত্রিপুরা হকি দল গঠন করা হয়েছে। আজ, বুধবার বিকেলে এ ডি নগর স্থিত পুলিশ হকি গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৫ তম জাতীয় সাব জুনিয়র ন্যাশনাল হকিতে অংশ নিতে রাজ্য দলের নির্বাচনী শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত নির্বাচনী শিবিরে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট সাব জুনিয়র বিভাগের ত্রিপুরা রাজ্য হকি দল গঠিত হয়। রাজ্য দলে নির্বাচিত খেলোয়াড়রা হলো: জিৎ ভদ্র, রণদীপ শুক্ল দাস, রিজন ভুঁইয়া, শাহীন হোসেন, গৌরব দাস, জয় রুদ্রপাল, অভিজিৎ চৌধুরী, সম্রাট সাহা, পিন্টু দাস, অনুপম শুক্ল দাস, শিবপদ জমাতিয়া, আদিত্য বিশ্বাস, মাইকেল ত্রিপুরা, হৃদয় দেবনাথ, অর্ঘ্যদীপ দাস, পিটার জমাতিয়া, উদয় ঘোষ,

কৌশান জয় ত্রিপুরা। স্ট্যান্ড বাই: এন ,ডি রিয়াং, তানিশ দেবনাথ, আকাশ দেব।

উল্লেখ্য, আজকের এই সিলেকশন টায়ালে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি তথা ত্রিপুরা ক্রীড়াপর্ষদের যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায়, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সদস্য বিমান দেব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি সুজিত রায় এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

প্রস্তুতি জোর কদমে : ১ম বর্ষ আন্তঃ স্কুল দাবা শুরু ২৬শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাপক সাড়া। প্রথম বর্ষ রাজ্য আন্ত: স্কুল ফিডে রেটিং দলগত দাবা প্রতিযোগিতায়। দুদিন ব্যাপী আসর শুরু হবে ২৬ জুলাই। এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে। ওইদিন সকাল দশটায় হবে আসরের উদ্বোধন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা, ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় এবং পদ্মশ্রী ড:দীপা কর্মকার সহ বেশ কয়েকজনকে। প্রথম বর্ষ ওই আসরে আপাতত সারা রাজ্য থেকে ৪৫ টি দল আসরে অংশ নেওয়ার জন্য এন্ট্রি জমা দিয়েছে। যা ত্রিপুরার দাবার ইতিহাসে নজীর বলা চলে। আসর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্য দাবা সংস্থার অফিস বাড়িতে গুরুত্বপূর্ণ সভা হয়। রাজ্য সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিকের সভাপতিত্বে। আসরকে কিভাবে আরও সুন্দর করে তোলা যায় তা নিয়ে হয় বিস্তারিত আলোচনা। শেষে রাজ্য সংস্থার সভাপতি বলেন, প্রথম বর্ষ আসরকে স্মরণীয় করে তুলতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলছি। ত্রিপুরার দাবার ইতিহাসে একটি নতুন মাইলস্টোন তৈরি হতে চলছে। বিশ্বাস করি এবারের আসরের পর থেকে ত্রিপুরা ওই খেলার জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে। ২৭ জুলাই বিকেল তিনটায় হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত থাকার কথা গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়ার। এবারের আসরে অংশ নেওয়া প্রত্যেক দাবাড়ুকে দেওয়া হবে রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে মেডেল। এছাড়া থাকবে সেরা তিন স্কুলকে সুদৃশ্য ট্রফি। থাকছে বোর্ড প্রাইজও। আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন কমিটিও গঠন করা হয়ে গেছে। গেলও এপ্রিল মাসে রাজ্য দাবা সংস্থার নতুন কমিটি গঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরার দাবাকে আরও কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়েই শুরু হয়েছিল বিভিন্ন আলোচনা। এরই পদক্ষেপ হিসেবে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রথমবর্ষ ওই আসর। রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ বিশ্বাস করেন, সকলের সহযোগিতায় এবারের আসর ত্রিপুরার দাবাকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করবে। আগামী দিনেও বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে রাজ্যের দাবাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নিয়ে। চাই সকলের সহযোগিতা। তাহলেই যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা দায়িত্ব নিয়েছিলাম তা বাস্তবে পরিণত হবে।

সিনিয়র স্টেট মিট প্লেট ক্রিকেটে কাঞ্চনপুরকে হারিয়ে সোনামুড়া ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সোনামুড়া ফাইনালে পৌঁছেছে। সেমিফাইনালে দুর্দান্ত খেলে কাঞ্চনপুর মহকুমা দলকে নকআউট করে দিয়েছে। আগামী ২৫ জুলাই ধর্মনগর বনাম জিরানিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে বিজয়ী দলের সঙ্গে সোনামুড়া আগামী ২৮ জুলাই টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলবে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র স্টেট মিট প্লেট গ্রুপের। ধর্মনগর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ, বুধবার অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে সোনামুরা ১৪৫ রানের বড় ব্যবধানে কাঞ্চনপুরকে পরাজিত করেছে। উদিয়ান বোসের অধিনায়কোচিত ব্যাটিং তথা দুর্দান্ত শতক এবং অমরেশ দাস ও বিকাশ মজুমদারের দুর্দান্ত বোলিং সোনামুরাকে অনেকটা সহজ জয় এনে দেয়।

সকাল ন-টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সোনামুড়া প্রথমে ব্যাটিং-এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারের মধ্যে ৪৭.২ ওভার খেলে সোনামুরা দল সব কটি উইকেট হারিয়ে ২৫৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে উদিয়ান বোস দুর্দান্ত খেলে ১১৪ রান সংগ্রহ করে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠ ছাড়ে। উদিয়ান ৭৩ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও দশটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১১৪ রাম সংগ্রহ করে। এছাড়া, অরিন্দম বর্মনের কুড়ি বলে ৪২ রান বেশ উল্লেখ করার মতো। অরিন্দম একটি বাউন্ডারি ও ছ-টি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ৪২ রান পায়। কাঞ্চনপুরের বোলার দ্বীপায়ন নাথ ৬২ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। এছাড়া, ভিকি কর, হিমাংশু নাথ, জুয়েল দেব, অধিনায়ক সুদীপ্ত নাথ ও কৃষাণ দেব প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কাঞ্চনপুর ২৫ ওভার খেলে ১১৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয় সোনামুরার অমরেশ দাস ও বিকাশ মজুমদার এর বিধ্বংসী বোলিংয়ে কাঞ্চনপুরের ব্যাটার্সরা তেমন রান সংগ্রহে সাফল্য পায়নি। উইকেট রক্ষক অনুকূল নাথ সর্বাধিক ৩৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। সোনামুড়ার অমরেশ ১৯ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া, বিকাশ মজুমদার তিনটি উইকেট পেয়েছে ২৩ রানের বিনিময়ে। সতীর্থ রাজিব সাহা, রায়হান আহমেদ আরমান ও আকাশদীপ দাস প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে।

‘হয় সবটা উজাড় করে দাও, নয়তো বিশ্রাম নাও’, বুমরাহর ‘ওয়ার্কলোড’ নিয়ে সাফ বার্তা ইরফানের

“তুমি হয় পুরোপুরি বিশ্রাম নাও, না হলে টিমের জন্য সর্বোচ্চ উজাড় করে দাও।”

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের আগে জশপ্রীত বুমরাহকে বার্তা দিলেন ইরফান পাঠান। সিরিজ শুরুর আগে থেকে বুমরার ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে প্রচুর চর্চা চলেছে। এমনকী ভারতীয় কোচ গৌতম গম্ভীর পর্যন্ত বলে যান, বুমরাহকে সিরিজে তিনটের বেশি ম্যাচে খেলানো হবে না। লিডস আর লর্ডস- এখনও দু’টো টেস্ট খেলেছেন বুমরা। মাঝে এজবাস্টনে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছিল, বুমরাহকে ম্যাঞ্চেস্টারে খেলানো হবে নাকি শেষ টেস্টে খেলবেন তিনি? অর্শদীপ সিং, আকাশ দীপ চোট সমস্যায় এই টেস্টে খেলতে পারবেন না। যার ফলে ম্যাঞ্চেস্টারে বুমরাহকে খেলাতেই হবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। মহম্মদ সিরাজ আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে এসে সেটা জানিয়েও যান।

তবে এভাবে ‘বিশ্রাম’ করা নিয়ে ক্ষুব্ধ ভারতের প্রাক্তন তারকা ইরফান পাঠান। তিনি এক ইউটিউবে চ্যানেলে বলেও দিলেন, “বুমরাহ, আমি তোমাকে প্রচণ্ড সম্মান করি। দুর্ধর্ষ স্কিল তোমার। সেটা আমার খুব ভালো লাগে। আমি বিশ্বাস করি, ভারতীয় জার্সিতে তুমি যখন মাঠে নামবে, নিজের সর্বোচ্চ উজাড় করে দেবে। ধরো, তোমাকে পাঁচ ওভারের স্পেল করতে বলা হল। ওই স্পেলের পর রুট ব্যাটিং করে এল, তখন ছয় নম্বর ওভারটা তুমি কি করবে না? তোমাকে সবটুকু উজাড় করে দিতে হবে। যদি তুমি খেলো, তাহলে সবটা দাও। না হলে পুরোপুরি বিশ্রাম নাও। যখন তুমি দেশ কিংবা দলের হয়ে খেলতে নামো, তখন সবার আগে টিম প্রাধান্য পায়।”

একইসঙ্গে ইরফান এটাও পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, তিনি বুমরাহর কমিটমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন না। প্রাক্তন ভারতীয় তারকার কথায়, “বুমরাহর এফোর্ট নিয়ে কখনওই প্রশ্ন উঠবে না। ওভারের পর ওভার নিজের সেরাটা দেয় ও। কিন্তু টিমের জন্য যখন বাড়তি এফোর্টের প্রয়োজন, তখন সেটা দিতে হবে। বেন স্টোকস যা করেছে। জোফ্রা আর্চার চার বছর পর চোট সারিয়ে ফিরে সেটা করেছে। আমি বিশ্বাস করি, ভারতের হয়ে বুমরা যদি নিয়মিত মাঠে নামে, তাহলে দীর্ঘদিন সেরার তাজ ওর কাছেই থাকবে।”

নেপথ্যে এশিয়া কাপ, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান

বাংলাদেশের সঙ্ঘাত! আরও অনিশ্চিত প্রতিযোগিতা

এশিয়া কাপের আশা ক্রমশ কমছে। ঢাকায় গিয়ে বৈঠক করতে নারাজ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কর্তারা। তবু বৈঠক অন্যত্র সরানোর কোনও ইঙ্গিত দেয়নি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)। এসিসি চেয়ারম্যান তথা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি নিজের অবস্থানে অনড়। এই পরিস্থিতিতে এশিয়া কাপ বয়কটের পথে হাঁটতে পারে বিসিসিআই।

আগামী ২৪ এবং ২৫ জুলাই ঢাকার একটি হোটেলে এসিসি-র বার্ষিক সাধারণ সভা। সেখানেই এশিয়া কাপ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এই সভার আয়োজক। বিসিবি জানিয়েছে, এসিসির সদস্য দেশের সংখ্যা ২৫। তার মধ্যে ১৬-১৭টি দেশ বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছে। ভারত-সহ কয়েকটি দেশ এখনও নিশ্চিত করেনি। তবে বিসিসিআই কর্তারা যে ঢাকায় যাবেন না, তা আগেই এসিসি কর্তাদের জানিয়ে দিয়েছেন। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সে দেশে যেতে নারাজ বিসিসিআই কর্তারা। অন্য কোথাও (পাকিস্তান বাদে) বৈঠক হলে যোগ দিতে রাজি বলেও জানানো হয়েছিল। এসিসির সদস্য দেশগুলির মধ্যে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান এবং ওমানের সমর্থন ভারতের সঙ্গে রয়েছে। ভারত বৈঠকে যোগ না দিলে এই দেশগুলির ক্রিকেট বোর্ডও ঢাকায় প্রতিনিধি না পাঠানোর কথা জানিয়েছে। তিনটি টেস্ট খেলিয়ে দেশ যোগ না দিলে ভেস্তে যেতে পারে এসিসির বার্ষিক সাধারণ সভাও। ফলে ভারতীয় বোর্ডের অনড় অবস্থানের সামনে এক রকম দিশাহারা দশা পিসিবি চেয়ারম্যান নকভির।

এসিসির পূর্ণ সদস্যদেশগুলি হল নেপাল, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, তাইল্যান্ড, হংকং, কুয়েত, সৌদি আরব, ওমান, এবং কাতার। অ্যাসোসিয়েটস সদস্য দেশগুলি হল বাহারিন, ভুটান, কম্বোডিয়া, তাজিকিস্তান, মলদ্বীপ, জাপান, ইরান, চিন, মায়ানমার এবং ইন্দোনেশিয়া। এই দেশগুলির মধ্যে ওমান, নেপাল, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইল্যান্ড, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, বাহরিন, ভুটান, মলদ্বীপ, মায়ানমার এবং ইন্দোনেশিয়াও বৈঠকে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু জানায়নি। এই দেশগুলির ক্রিকেট কর্তারা তাকিয়ে রয়েছেন বিসিসিআইয়ের দিকে।

পূর্ব সূচি অনুযায়ী, আগামী সেপ্টেম্বরে ভারতে হওয়ার কথা ছিল এশিয়া কাপ। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা এবং ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘর্ষের পর তা আর সম্ভব নয়। নিরপেক্ষ কোনও দেশে প্রতিযোগিতা হলে তবেই ভারত এবং পাকিস্তান দু’দেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হতে পারে। গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) মধ্যস্থতা বৈঠকে পিসিবি কর্তারা জানিয়ে দেন, ভারতে কোনও ক্রিকেট দল পাঠাবেন না তাঁরা।

এই পরিস্থিতিতে ভারত, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তানের মতো দেশ এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়ালে প্রতিযোগিতা আয়োজন অসম্ভব হয়ে পড়বে। এশিয়ার প্রথম সারির ক্রিকেট খেলিয়ে দেশ হিসাবে পড়ে থাকবে শুধু পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ। বাকি ছোটদেশগুলিকে নিয়ে প্রতিযোগিতা হলে তার কোনও আকর্ষণ থাকবে না। স্পনসরেরাও বেঁকে বসতে পারেন।

পরিস্থিতি আঁচ করে বার্ষিক সাধারণ সভা সিঙ্গাপুরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন এসিসি কর্তাদের একটা অংশ। কিন্তু অনড় অবস্থান বজায় রেখেছেন নকভি। তিনি সবুজ সঙ্কেত না দিলে বৈঠক ঢাকা থেকে সরিয়ে অন্য কোনও দেশে নিয়ে যাওয়া কঠিন। তা ছাড়া বিসিবি কর্তারা সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। শেষ মুহূর্তে বৈঠক ঢাকা থেকে সরিয়ে দিলে বিসিবি কর্তারাও কঠোর অবস্থান নিতে পারেন। সব মিলিয়ে আগামী এশিয়া কাপ ঘিরে অনিশ্চয়তা বেড়েই চলেছে।

লেজেন্ডস লিগে প্রোটিয়াদের কাছে হার ধাওয়ানদের

বছর চারেক হল অবসর নিয়েছেন এবি ডিভিলিয়ার্স। কিন্তু বিধ্বংসী ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছে, আরেকটু থেকে গেলেও পারতেন! লেজেন্ডস লিগে যেভাবে ভারতকে হারালেন, তাতে নেটিজেনরা তো তেমনই বলছেন। ৩০ বলে ৬১ রানে অপরাজিত থাকলেন এবি। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ভারত হারল ৮৮ রানে।

শিখর ধাওয়ানদের প্রথম ম্যাচ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাতিল হয়ে গিয়েছে। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে অবশ্য রবিন উথাপ্পা, সুরেশ রায়না, ইরফান পাঠান, ইউসুফ পাঠান সবাই ছিলেন। ইংল্যান্ডের নর্থাম্পটনে টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন ভারতের চ্যাম্পিয়ন্সরা। যারা কি না গতবারের চ্যাম্পিয়নও। কিন্তু বিনয় কুমাররা জানতেন না, ডিভিলিয়ার্স ঝড়ের মুখোমুখি হতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের শুরুটা খারাপ করেননি হাসিম আমলারা। তারপর শুরু হল এবির দাপট। ৩০ বলে ৬১ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। চারটি চারের পাশাপাশি হাঁকান ৩টি ছক্কা। নির্ধারিত ২০ ওভারে প্রোটিয়াদের ইনিংস থামে ৬ উইকেটে হারিয়ে ২০৬ রানে। দুটি উইকেট তোলেন ইউসুফ পাঠান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়ের সামনে পড়ে ভারত। উথাপ্পা ও ধাওয়ানের উইকেট হারানোর পর ম্যাচে ফেরা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। অম্বাতি রায়ডু, ইউসুফ পাঠানরাও রান পাননি। সুরেশ রায়না করেন মাত্র ১৬ রান। একমাত্র স্টুয়ার্ট বিনি ৩৭ রানে অপরাজিত থাকেন। তবে ইমরান তাহিরের ২ উইকেট ও অ্যারন ফাঙ্গিসোর ৩ উইকেটের সামনে কোনও জবাবই ছিল না ভারতের কাছে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ১৮.২ ওভারে ভারতের রান দাঁড়ায় ৯ উইকেটে ১১১। ডিএলএস পদ্ধতিতে ৮৮ রানে হারেন শিখর ধাওয়ানরা। দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা চ্যাম্পিয়নরা। ভারত রয়েছে সবার শেষে।

পাকিস্তানের ক্রিকেটে দুরবস্থা ঘুচছে না, এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ জয় বাংলাদেশের

পাকিস্তান ক্রিকেটের দুরবস্থা আর ঘুচছে না। ঘরের মাঠে বাংলাদেশের কাছে টেস্ট সিরিজ হেরেছিল গত বছর। এ বার বাংলাদেশে গিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজও হারলেন সলমন আঘারা। টানা দু’টি ২০ ওভারের ম্যাচ জিতে সিরিজ জয় নিশ্চিত করে নিলেন লিটন দাসেরা। মঙ্গলবার দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে বাংলাদেশ জিতল ৮ রানে।

টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন আঘা। প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ করে ১৩৩ রান। মিরপুরের ২২ গজে প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারেননি বাংলাদেশের ব্যাটারেরা। ২৮ রানে ৪ উইকেট হারায় তারা। চাপের মুখে পঞ্চম উইকেটের জুটিতে পরিস্থিতি সামাল দেন জাকের আলি এবং মাহেদি হাসান। জাকের করেন ৪৮ বলে ৫৫ (১টি চার, ৫টি ছক্কা)। আর মাহেদির ব্যাট থেকে এসেছে ২৫ বলে ৩৩ রান (২টি চার, ২টি ছয়)। তাঁদের জুটিতে ওঠে ৫৩ রান। বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে এ ছাড়া দু’অঙ্কের রান পেয়েছেন শুধু ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন (১৩)। পাকিস্তানের বোলারদের মধ্যে সফলতম সলমন মির্জা ১৭ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ২৩ রানে ২ উইকেট আহমেদ ড্যানিয়েলের। ৩৭ রানে ২ উইকেট আব্বাস আফ্রিদির। এ ছাড়া ১টি করে উইকেট পেয়েছেন ফাহিম আশরাফ এবং মহম্মদ নওয়াজ।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তানও ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। প্রথম ছয় ব্যাটারের কেউ দু’অঙ্কের রান করতে পারেননি। ৪৭ রানেই ৭ উইকেট হারায় সফরকারীরা। শরিফুল ইসলাম এবং মাহেদি হাসানের বল খেলতেই পারেননি আঘারা। পাকিস্তান লড়াই করল মূলত আট নম্বরে ব্যাট করতে নামা আশরাফের ৩২ বলে ৫১ রানের ইনিংসের সুবাদে। ৪টি করে চার এবং ছক্কা মারেন তিনি। এ ছাড়া ব্যাট হাতে কিছুটা চেষ্টা করেন খুশদিল শাহ (১৩), আব্বাস (১৯) এবং ড্যানিয়েল (১৭)। কিন্তু লাভ হয়নি। ১৯.২ ওভারে ১২৫ রানে শেষ হয়ে যায় আঘার দলের ইনিংস।

বাংলাদেশের সফলতম বোলার শরিফুল ১৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ২৩ রানে ২ উইকেট তানজিম হাসান শাকিবের। মাহেদির ২ উইকেট ২৫ রান খরচ করে। ১টি করে উইকেট নিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান এবং রিশাদ হোসেন।

শেষ ম্যাচেও ঝড় রাসেলের ব্যাটে, চার ছক্কা মেরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর কেকেআর ক্রিকেটারের

জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ফেললেন আন্দ্রে রাসেল। আগেই জানিয়েছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচই তাঁর শেষ হতে চলেছে। সেই ম্যাচেও রাসেলের ব্যাটে দেখা গেল ঝড়। ১৫ বলে ৩৬ রান করলেন। তবে জিততে পারল না ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কেকেআরের ক্রিকেটার যখন ব্যাট করতে নামেন, তখন ৯৮ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অ্যাডাম জাম্পার প্রথম বলে এক রান নেন তিনি। ১৫তম ওভারে বেন ডোয়ারশুইসকে তিনটি ছয় মারেন। পরের ওভারে জাম্পাকে একটি ছয় এবং চার মারেন। রাসেল আউট হন ১৭তম ওভারে। তুলে মারতে গিয়েছিলেন নেথান এলিসকে। বাউন্ডারির ধারে ক্যাচ ধরেন জশ ইংলিস।টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৮৬টি ম্যাচে ১১২২ রান করে বিদায় নিলেন রাসেল। রয়েছে ৬১টি উইকেটও। জীবনের শেষ ম্যাচে অবশ্য উইকেট নিতে পারেননি। এক ওভারে ১৬ রান দেন।রাসেল ব্যাট করতে নামার আগে দুই দলের ক্রিকেটারেরা তাঁকে ‘গার্ড অফ অনার’ দেন। গোটা স্টেডিয়ামও হাততালি দিতে শুরু করে। রাসেল হাসিমুখে সেই অভিবাদন গ্রহণ করেন। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের তরফে একটি মেমেন্টো দেওয়া হয়। ম্যাচের বিরতির সময় রাসেল বলেন, “শেষ বার ব্যাট করতে নামার সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু নিজের কাজটা করেছি। ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে ব্যাট করতে নেমেছিলাম। এখনও ছয় মারতে ভাল লাগে।”

জাগরণ 24 July, 2025, Thursday আগরতলা ২৪ জুলাই, ২০২৫ ইং, ■ ৭ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ভারতীয় মজদুর সংঘের ৭০ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজধানী আগরতলায় পদযাত্রা।

ধর্মনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজে অপ্রীতিকর ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল এবিভিপি, পথ অবরোধ

আগরতলা, ২৩ জুলাই: ধর্মনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজে অপ্রীতিকর ঘটনার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল হয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা। এদিন ধর্মনগর মহিলা থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, গতকাল ধর্মনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজে প্রিয়তোষ চৌধুরী নামে ছাত্র এবং অপর এক ছাত্রী কলেজ চত্বরে অশালীনভাবে বসা ছিল। তখনই সাগরিকা দে ও রাখি শুক্লবৈদ্য তাদের বাধা দান করলে পরিতোষ চৌধুরী এবং অপর ছাত্রী তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় পরিতোষ চৌধুরী ও ওই ছাত্রী মিলে সাগরিকা দে এবং রাখি শুক্ল বৈদ্য সহ আরো বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর উপর চড়াও হয়। বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় সাগরিকা দে এবং রাখি শুক্ল বৈদ্য গুরুতর আহত হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তরফে ধর্মনগর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এই লিখিত অভিযোগে অভিযুক্তিদের নাম দিয়ে মামলা করা হয়। কিন্তু এই ঘটনায় পুলিশ কোন মামলা গ্রহণ করেনি এবং অভিযুক্তদের আটক করতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় আজ সকালে মহিলা থানায় এবিবিপির এক প্রতিনিধি দল পুলিশের দ্বারস্থ হয়।

তাদের দাবি সকল অভিযুক্তকে এক ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে। অন্যথায় তারা ধর্মনগর থানার সামনে পথ অবরোধ আন্দোলনে শামিল হবে। এই ঘটনায় উত্তেজনা বিরাজ করছে ধর্মনগরে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৩ জুলাই: কৈলাসহর পুরপরিষদের অধীনে মধ্য গোবিন্দপুর ১১ নং ওয়ার্ড এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল অবস্থা। মধ্য গোবিন্দপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি খোলার কথা সকাল সাতটায়।কিন্তু বেলা ৯ টায় খোলা হয় কেন্দ্রটি। সেই কেন্দ্রে ওয়ার্কার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অনামিকা দাম এবং সহায়িকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন কাজল সরকার নামে এক মহিলা।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ উক্ত কেন্দ্রে গেলে একটি ছাত্র-ছাত্রীরও দেখা পাওয়া যায়নি, প্রসূতি মা , সহ কচিকাচাদেরও দেখা পাওয়া যায়নি উক্ত কেন্দ্রটিতে। অভিভাবকদের অভিযোগ সেই কেন্দ্রটি থেকে সঠিকভাবে পরিষেবা পাচ্ছেন না উনারা। এর আগেও উক্ত বিষয় নিয়ে একাধিকবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই অভিভাবকদের দাবি যাতে সুষ্ঠুভাবে উক্ত কেন্দ্রটি পরিচালনা করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। এখন দেখার বিষয় হলো দপ্তর এই বিষয়ে কি ভূমিকা গ্রহণ করে। সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে অভিভাবকরা।

কৈলাসহরের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে : পুলিশ সুপার

কৈলাসহর, ২৩ জুলাই: বর্তমানে কৈলাসহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার আইপিএস সুদাম্বিকা আর।

উল্লেখ্য, বিগত ২১জুলাই বিধায়ক বিরজিত সিনহা উনার কৈলাসহরের বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ করেছিলেন যে, সাম্প্রতিককালে ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে সুদাম্বিকা আর কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে কৈলাসহরে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে। তাছাড়া কৈলাসহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্যে বাড়ি ঘরে হামলা হুজ্জতি, মারামারি, প্রানঘাতি আক্রমণ হবার পর থানায় লিখিত অভিযোগ করার পরও পুলিশ মামলা রেজিষ্ট্রি করেনি।তাছাড়াও, কৈলাসহরে ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের সমরুরপাড় এলাকায় রোহিঙ্গা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় যুবক রুপন উদ্দিন বিএসএফের কাছে অভিযোগ করার পর রোহিঙ্গা পাচারকারীরা প্রকাশ্য দিনেরবেলায় কৈলাসহরের শহর এলাকায় রুপন উদ্দিনকে ধারালো দা দিয়ে মাথায় কুপিয়ে এবং এলোপাতাড়ি আক্রমণ করার পর রুপন উদ্দিন কৈলাসহর থানায় রোহিঙ্গা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করার পরও পুলিশ মামলাটি রেজিষ্ট্রি করেনি। পুলিশ সুপারের নির্দেশে নাকি মামলা রেজিষ্ট্রি করা হচ্ছে না বলেও বিধায়ক জানিয়েছিলেন।

এদিকে বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে বিধায়ক বিরজিত সিনহার বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিলেন। পুলিশ সুপার সুদাম্বিকা আর জানান যে, সাম্প্রতিক কালে কৈলাসহর শহরের হকার্স কর্নার এলাকার বাসিন্দা পেশায় ঠিকাদার আব্দুল মান্নানের সাথে মহকুমার অন্যান্য ঠিকাদারের সাথে ঠিকাদারী কাজ নিয়ে যে আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণ হয়েছিলো, সেই ঘটনার পর আব্দুল মান্নান এবং তেরা মিয়া কৈলাসহর থানায় মামলা এবং পাল্টা মামলা করেছিলো। সেই দুইটি মামলাই কৈলাসহর থানায় রেজিষ্ট্রি করেছিলো পুলিশ। তাছাড়া, সমরুরপাড় এলাকায় রোহিঙ্গা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে রুপন উদ্দিন কৈলাসহর থানায় লিখিত অভিযোগ করার পর পুলিশ সেই মামলাটিও রেজিষ্ট্রি করেছে। অথচ, বিধায়ক বিরজিত সিনহা সাংবাদিক সম্মেলন করে মিথ্যা অভিযোগ তোলে ধরেন।

তাছাড়াও, ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে সুধামবিকা আর কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে পুলিশ কৈলাসহরের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকা থেকে একের পর এক অবৈধ বাংলাদেশী নাগরিক আটক করেছে। বাংলাদেশে পাচারের পূর্বে প্রায় এক কোটি টাকার বার্মিজ সিগারেট পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। তাছাড়াও, গাঞ্জা, ব্রাউন সুগার, ইয়াবা টেবলেট বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি করে ধারাবাহিক ভাবে পুলিশ উদ্ধার করছে। কৈলাসহর সহ গোটা ঊনকোটি জেলায় পুলিশ একের পর এক সাফল্য পাচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। আগামী দিনে ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, এবং শহরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

লক্ষ্মী সাওগলের ১৪তম প্রয়াণ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,২৩ জুলাই: সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির লক্ষ্মী সাওগলের ১৪তম প্রয়াণ দিবস উদযাপন করা হয়। প্রয়াত লক্ষ্মী সাওগলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেত্রী রমা দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। নারী নেত্রী রমাদাস বক্তব্য রেখে বলেন, রাজ্যে কাজ ও খাদ্যের অভাব চলছে। মানুষের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে সরকার। এর বিরুদ্ধে লক্ষ্মী সাওগলের আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে আসতে হবে সকলকে। তাহলে আজকের এই দিনটি সঠিক মর্যাদা পাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন রমা দাস।

শ্বশুর বাড়ির লোকদের হাতে নির্যাতনের শিকার গৃহবধূ, মামলা

আগরতলা, ২৩ জুলাই : স্বামী, শাশুড়ি এবং ননদের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এক গৃহবধূ। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে গেলে অনীহা প্রকাশ বোধজংনগর থানার। পরবর্তী সময়ে আই জি আইন-শৃঙ্খলার কড়া নির্দেশে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে বোধজংনগর থানা। জানা গেছে, গত চার বছর আগে কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত সেকেরকোট নেতাজি সুভাষ কলোনী এলাকার জালাল মিয়ার মেয়ে রুপচান বেগমের বিয়ে হয়েছিল বোধজংনগর থানার অন্তর্গত রতন নগর এলাকার কুদ্দুস মিয়ার ছেলে কবির হোসেনের সাথে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর তাদের ঘরে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। সন্তান জন্মাবার পর থেকেই পনের জন্য গৃহবধূ রুপচান বেগমের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে স্বামী কবির হোসেন সহ তার শাশুড়ি ও ননদ। দিনের পর দিন এই নির্যাতন বাড়তে থাকায় একাধিকবার এই বিষয় নিয়ে মীমাংসা সভা হয়েছিল এবং মীমাংসা সভার মাধ্যমে রূপচান বেগম আবার স্বামীর বাড়িতে ফিরে যায়। সেখানে কিছুদিন ভালো থাকার পর পুনরায় আবার তার উপর নির্যাতন শুরু হয়। এরই মধ্যে গত রবিবার গৃহবধূ রূপ চান বেগমের উপর আবারো নির্যাতন শুরু করে স্বামীসহ শাশুড়ি এবং ননদ। একসময় নিজের আত্মরক্ষায় গৃহবধূ রূপ চান বেগম তার ছোট কন্যা সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে আসতে চাইলে তার স্বামী কবির হোসেন ছোট কন্যা সন্তানটিকে রূপচান বেগমের কাছ থেকে জোরপূর্বক রেখে দেয়।

শেষে রূপচান বেগম একাই সেকেরকোট নেতাজি সুভাষ কলোনিস্থিত তার বাবার বাড়িতে চলে আসে। রবিবার রাতেই নির্যাতিতা গৃহবধূ রূপ চান বেগম সহ তার বাবার বাড়ির লোকজন বোধজংনগর থানায় স্বামী, শাশুড়ি এবং ননদের বিরুদ্ধে লিখিত আকারে মামলা দায়ের করতে আসে এবং তার ছোট কন্যা সন্তানটিকে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানায় কিন্তু রাষ্ট্রপতি কালার্স প্রাপ্ত বোধজংনগর থানার ত্রিপুরা পুলিশ নির্যাতিতা গৃহবধুর লিখিত অভিযোগ রাখতে অস্বীকার করে। এভাবে পরপর দুইদিন নির্যাতিতা গৃহবধূ রুপচান বেগম বোধজংনগর থানায় এসে পুলিশ বাবুদের কাছে বারবার অনুরোধ জানায় তার লিখিত অভিযোগ মূলে মামলা নথিভুক্ত করা সহ তার সন্তানকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু পুলিশ বাবুরা নির্যাতিতা গৃহবধূর ছোট কন্যা সন্তানকে ফিরিয়ে দেওয়া সহ তার জন্য সুবিচারের ব্যবস্থার কিছুই করেনি। পরে নির্যাতিতা গৃহবধূর রূপচান বেগমের বাবার বাড়ির এলাকার লোকজনদের পক্ষ থেকে বোধজংনগর থানার ভূমিকা সহ গোটা ঘটনাটি রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরের আইজি আইন শৃঙ্খলার কাছে জানায়। পরে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে আইজি আইন শৃঙ্খলা বোধজংনগর থানাকে কড়া বার্তা পাঠায়। উপর মহলের এই কড়া বার্তা পেয়ে বুধবার থানা বাবুদের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়।

লোকালয়ে অজগর আতঙ্কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ জুলাই: খাদ্যের অভাবে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসছে প্রচুর পরিমাণে অজগর সাপ। আর এই অজগর সাপের আতঙ্কে আতঙ্কিত গোটা সিপাহীজলা লাগোয়া এলাকার জনগণ।

মঙ্গলবার গভীর রাতে বিশালগড় থানাধীন ধ্বজনগর এলাকায় আচমকাই বিশালাকার অজগর সাপ মানুষের বাড়ি করে প্রবেশ করার চেষ্টা করে।এলাকার মহিলারা চিৎকার করতেই স্থানীয় যুবকরা সাহস করে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে অজগর সাপটিকে ধরে ফেলে। খবর দেওয়া হয় সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে বনকর্মীদের।

বনকর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে এলাকাবাসীর হাতে আটক বিশালাকার অজগর সাপটি উদ্ধার করে অভয়ারণ্য নিয়ে যায়।তবে একাংশ জনগনের অভিযোগ সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের সঠিক ভাবে খাদ্য খেতে না পেয়ে তারা লোকালয়ে চলে আসছে। সঠিক পরিচর্য্যা না করায় এই সাপ গুলো সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের আশপাশের এলাকা গুলোতে থাবা বসায়।

১২ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: গাড়ি বোঝাই ১২ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার, চালক পলাতক। ঘটনা সুতারমুড়া গগন সর্দারপাড়া এলাকায়। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ সুতারমুড়া গগন সর্দারপাড়া এলাকায় একটি মারুতি বোঝাই গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে ১২ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার করে। পুলিশের তাড়া খেয়ে গাঁজা বোঝাই মারুতি গাড়ি ফেলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় চালক। জানাযায় বুধবার সকালে টিআর০৭ - সি - ৩৫৯ নাম্বারের একটি মারুতি গাড়ি বক্সনগর থেকে সুতামুড়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে পুলিশের তাড়া খেয়ে চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। জানা যায় পুলিশের কাছে গোপন খবর আসে উল্লেখিত গাড়িতে গাঁজা বোঝাই করে পাচার করতে নিয়ে যাচ্ছে গাঁজা কারবারীরা। বিশ্রামগঞ্জ থানার সদ্য জয়েন করা ওসি অজিৎ দেববর্মার নেতৃত্বে পুলিশ উৎপেতে বসে থাকে।

উল্লেখিত গাড়িটি আসা মাত্রই পুলিশ গাড়িটিকে তদন্ত করার পূর্বে দূরে গাড়িটি রেখে পালিয়ে যায় চালক। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে তিনটি ড্রাম ভর্তি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। পরবর্তী সময়ে গাড়ি সহ সমস্ত গাঁজা গুলি থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।তিনটি ড্রামে ৪১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে যার বাজার মূল্য ১২ লক্ষ টাকা হবে বলে বুধবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ থানায় সংবাদ মাধ্যমে জানান ওসি অজিৎ দেববর্মা। বিশ্রামগঞ্জ থানায় যোগদান করার সাথে সাথে গাঁজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেলেন ওসি সহ গোটা টিম।

ফিসারী ফার্ম পরিদর্শনে মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: আজ মোহনপুর ব্লকের বিদ্যাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুজিত দাসের ফিসারী ফার্ম পরিদর্শন করেন মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস প্রমুখ। পরিদর্শনকালে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, মৎস্যচাষি সুজিত দাস মৎস্য চাষ করে নিজেকে সফল ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মাছ চাষ করে নিজেকে কিভাবে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সুজিত দাস। তিনি এলাকার যুবক যুবতীদের কাছে প্রেরণার ব্যক্তি। তার কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। তিনি তাঁর সাফল্য কামনা করেন এবং মৎস্য দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দেবার আশ্বাস দেন। এর পর প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস বামুটিয়া ব্লকের দেবেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে সুজিত দেব-এর ছাগল খামার পরিদর্শন করেন। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধীন ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশন প্রকল্পে ঋণ নিয়ে সুজিত দেব এই ছাগল খামার গড়ে তুলেছেন।

নেশার বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করতে জনসচেতনতামূলক পদযাত্রা আয়োজন করলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: নেশার বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করতে আগে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। আজ অর্থাৎ ২৩ শে জুলাই থেকে ১০ আগস্ট পর্য্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির ১৮ সূর্য্যমনিনগর মন্ডলের উদ্যোগে তথা বিধায়ক রামপ্রসাদ পালের উদ্যোগে জনসচেতনতামূলক পদযাত্রা ও পথসভা অনুষ্ঠিত হবে। মূলত নেশাকারবারিদের বিরুদ্ধে , নেশায় আসক্ত যুবকদের সঠিক পথে আনতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন এই সচেতনতামূলক পথযাত্রা এবং পথসভার সূচনায় বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, বর্তমান সময়ে যুবসমাজ নেশার করাল গ্রাসে নিমজ্জিত হয়েছে। একাধিক অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা লাভের আশায় নেশার রমরমা বাণিজ্য গড়ে তুলছে। যার ফলে প্রতিটি এলাকার যুবসমাজ ধীরে ধীরে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। অল্প বয়সেই নেশায় আসক্ত হয়ে জীবন নষ্ট করছেন অনেকেই। তাই নিজেদের সন্তানদের রক্ষা করতে এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষকে এগিয়ে এসে এর বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানান বিধায়ক। তিনি বলেন, এই পথ যাত্রার মূল লক্ষ্যই হলো সমাজের মধ্যে নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা। জনগণ সচেতন হলেই নেশার বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব। যুবক সমাজকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। তাই নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে সকল অংশের জনগণকে এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল।

বিপুল নেশা সামগ্রী উদ্ধার গ্রেপ্তার নেশা বিক্রেতা জেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৩ জুলাই: নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে দক্ষিণ জেলা পুলিশ এবং বিলোনিয়া থানার পুলিশ যৌথভাবে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর নেতৃত্বে গোপন খবরের ভিত্তিতে বিলোনিয়া মির্জাপুর সাহা কলোনি এলাকায় বাপন সাহার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে নেশাসামগ্রী এবং নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়। সেই সাথে এই কাজে যুক্ত থাকার অপরাধে বাপন সাহা এবং তার সাগরেদ অভিজিৎ দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধারকৃত নেশা দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ১৫৫টি ইয়াবা ট্যাবলেট, প্লাস্টিকের কোটা ভর্তি হিরোইন এবং নগদ প্রায় ৮০ হাজার টাকা। যার বাজার মূল্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা হবে।

এর আগেও পুলিশ নেশা সামগ্রী বিক্রির অপরাধে নেশা দ্রব্য বিক্রেতা বাপন সাহাকে গ্রেফতার করে জেল হেফাজতে পাঠায়। কিন্তু তারপরও সংশোধন হয়নি বাপন। জেল থেকে বের হওয়ার পর সে ক্রমাগত চালিয়ে যাচ্ছে এই নেশা দ্রব্য বিক্রির ব্যবসা। তার সাথে যোগ্য সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে তার পরিবারও। বিলোনিয়া থানার পুলিশ বাপন ও তার সাগরেদ এর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে জিজ্ঞাসাবাদ এর জন্য পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আজ বিলোনিয়া আদালতে প্রেরণ করা হয়। এই বিষয়ে বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানায় সমাজকে নেশা মুক্ত করতে জোর প্রয়াস জারি রেখেছে পুলিশ। আজ একই সাথে বিলোনিয়ার আরো বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালানো হয়। এছাড়াও পি আর বাড়ি থানা এলাকায়ও একসাথে অভিযান চালায় পুলিশ।

তিনি আরো জানান, বাপন সাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কারা কারা এই কাজে যুক্ত রয়েছে,কারা তার কাছ থেকে এই নেশা দ্রব্য কিনে নেয় এবং কোথা থেকে এসে এই নেশা দ্রব্য নিয়ে আসে তা জানার চেষ্টা করবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উদ্দেশ্য একটাই নেশা মুক্ত সমাজ এবং নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠন করা। তিনি স্থানীয় জনগণের কাছে আবেদন জানান যেখানেই এই নেশা কারবারিদের দেখবে তা যেন গোপনে পুলিশকে জানায়। পুলিশও এই বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করবে। এছাড়াও সাংবাদিকদের কাছেও এই কাজে সহযোগিতা চেয়েছেন। এছাড়াও আজ পি আর বাড়ি থানা এলাকার ভাতখোলা অফিস টিলা এলাকায় বিশাল এলাকা জুড়ে চাষ করা প্রায় ৩৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। এই বিষয়ে মহকুমা পুলিশ অধিকারীক জানান এই বিষয়ে কাউকে গ্রেপ্তার করতে না পারলেও পুলিশ যে জায়গাতে গাঁজা চাষ করেছে সে সম্পর্কে তদন্ত করছে। যদি মালিকানা ভিত্তিক জায়গা হয় তাহলে জায়গার মালিকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দক্ষিণ জেলা সফরে অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ জুলাই: ৬ষ্ঠ রাজ্য অর্থ কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সফরে আসেন। এ উপলক্ষ্যে বিলোনিয়া সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, জেলা শাসক মোঃ সাজ্জাদ পি, ৬ষ্ঠ রাজ্য অর্থ কমিশনের সদস্য সচিব আকিঞ্চন সরকার, নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা মেঘা জৈন, পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা প্রসূন দে, বিলোনিয়া এবং শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সনগণ, সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন, বিভিন্ন ব্লকের ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যানগণ, জিলা পরিষদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সভাপতিগণ সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির প্রতিনিধিগণ। সভায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সামগ্রিক উন্নয়ণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি, পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নে অর্থ বরাদ্দের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন জনপ্রতিনিধিগণ। এছাড়া জেলার তিনটি নগর এলাকায় রাস্তাঘাট, পানীয়জল, পাকা ড্রেন ইত্যাদির উপর আলোচনার পাশাপাশি জেলার অন্তর্গত সমস্ত পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির উপরও আলোচনা হয়। সভায় ৬ষ্ঠ রাজ্য অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান অভিষেক সিং সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, আগামী ৫ বছরে রাজ্যের সংগৃহীত কর গ্রামীণ এবং শহর এলাকার উন্নয়নে ব্যয়ের রূপরেখা তৈরী করার লক্ষ্যে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে পরামর্শও নেওয়া হয়। সভায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত জেলার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন দাবি দাওয়া, প্রস্তাব সম্বলিত একটি মেমোরেন্ডাম কমিশনের চেয়ারম্যানের হাতে তুলে দেন।

মোবাইল চোর সন্দেহে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৩ জুলাই: মোবাইল চুরি করতে গিয়ে হাতে নাতে পাকড়াও এক যুবক। ঘটনা কুমারঘাট রেল স্টেশন লাগোয়া সুকান্তনগর এলাকায়। আটককৃত যুবকের বাড়ি আসামের নিলামবাজার এলাকায় বলে জানিয়েছে সে। আটককৃত যুবক জানায় সে কর্মসূত্রে নালকাটা এলাকায় শ্রমিকের কাজ করছিল। তার একজন সহকর্মী সেই মোবাইলটি চুরি করে তার হাতে দেয়। কিন্তু এলাকাবাসীরা তাকে চোর সন্দেহে আটক করে বেধড়ক মারধর করেছে। এদিকে স্থানীয় এলাকাবাসীদের অভিযোগ, সুকান্তনগর এলাকায় এক ব্যক্তির মোবাইল চুরি করে পালাচ্ছিল ওই যুবক। তখনই স্থানীয়রা তাকে আটক করে উত্তমমধ্যম দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে তাকে আটক করে নিয়ে গেছে।

বৃষ্টিনির্ভর এলাকা উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য একটি এলাকাভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ জুলাই: বৃষ্টিনির্ভর এলাকা উন্নয়ন(আরএডি) কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য একটি এলাকাভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে বিশালগড় কৃষি সেক্টরের অধীনে চাম্পামুড়া গ্রামে।

এই প্রকল্পে কৃষির একাধিক উপাদান যেমন প্রাকৃতিক চাষ , ফসল, উদ্যানপালন, পশুপালন, মৎস্য, ভি বনায়নকে কৃষিভিত্তিক আয়বর্ধক কার্যক্রম এবং মূল্য সংযোজনের সাথে একীভূত করে উপযুক্ত কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এছাড়াও, মাটি পরীক্ষা,মাটি স্বাস্থ্য কার্ড ভিত্তিক পুষ্টি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন, কৃষিজমি উন্নয়ন, সম্পদ সংরক্ষণ এবং স্থানীয় কৃষি জলবায়ু অবস্থার জন্য উপযুক্ত ফসল নির্বাচনকেও এই প্রকল্পের অধীনে উৎসাহিত করা হবে।

১০০ হেক্টর বা তার বেশি জমির একটি ক্লাস্টার ভিত্তিক পদ্ধতি (একটি গ্রাম,সংলগ্ন গ্রামে কাছাকাছি এবং বৃষ্টি নির্ভর জমি সংলগ্ন বা অ-সংলগ্ন) গ্রহণ করা হয়েছে যাতে লক্ষণীয় প্রভাব অর্জন করা যায় এবং স্থানীয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা যায় এবং ভবিষ্যতে বৃহত্তর অঞ্চলে মডেলের প্রতিলিপি তৈরি করা যায়।

এই প্রকল্পের অধীনে সম্পূরক সহায়তা কনভার্জিং প্রোগ্রামের অধীনে শূন্যস্থান পূরণকারী সম্পদ সংরক্ষণ কার্য্যক্রমের গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত হস্তক্ষেপ গুলিকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য আরএডি ক্লাস্টারগুলিতে মাটি বিশ্লেষণ,মাটি স্বাস্থ্য কার্ড,মাটি জরিপ মানচিত্র করা হয়েছে এবং কৃষি ব্যবস্থার কমপক্ষে ২৫ জমি অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের আওতায় আনতে হবে।আইসিএআর এর কন্টিনজেন্সি প্ল্যান দ্বারা সুপারিশকৃত কৃষি ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক প্রকল্পের সফল ফলাফলগুলিও সমন্বিত প্রকল্প পরিকল্পনা তৈরিতে বিবেচনা করা হচ্ছে। এছাড়াও, এই উপাদানের অধীনে শস্য ব্যাংক, জৈববস্তুপুঞ্জ বি আর সি পশুখাদ্য ব্যাংক, গ্রুপ বিপণন্ন ইত্যাদির মতো সাধারণ সম্পত্তি সম্পদ তৈরি এবং উন্নয়নকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বৃষ্টিনির্ভর এলাকা উন্নয়ন জাতীয় টেকসই কৃষি প্রকল্প (আরএডি, এনএমএসএ) এর অধীনে বুধবার চাম্পামুড়া গ্রামে প্রথম বারের মত ২৫ জন কৃষককে ছাগলের বাচ্চা প্রদান করা হয়েছে। সরকারি প্রকল্পে ছাগল বিতরণের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ তৈরি করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায়, সরকার দরিদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের ছাগল পালনে উৎসাহিত করার জন্য আর্থিক সহায়তা এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার , সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিশালগড় পঞ্চায়েতে সমিতির চেয়ারপারসন অতসী দাস সহ গ্রামের প্রধান শংকর পাল ও অন্যান্য প্রতিনিধিগন।কৃষি উপ অধিকর্তা বিমল দাস, কৃষি সুপার হিমানিশ লস্কর , সহকারী অধিকর্তা লিপি দাস, প্রাণী সম্পদ দপ্তরের পক্ষ থেকে ভেটেরিনারি সার্জন ডা: সারদামনি , কৃষি সেক্টর অফিসার প্রবীর দত্ত সহ প্রমুখরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas